প্রথম প্রকাশ : এপ্রিল ১৩৬৬

প্রকাশক :

সুধাংশুশেখর দে । দে'জ পাবলিশিং

১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট । কলকাতা ৭০০ ০৭৩

মুদ্রক :

অরিজিৎ কুমার । টেকনোপ্রিন্ট

৭ সৃষ্টিধর দত্ত লেন । কলকাতা ৭০০ ০০৬

সুব্রত রুদ্র

স্নেহাস্পদেষু

সূচনা

এদেশ-ওদেশের কবিতা থেকে অনুবাদ করেছি নানা সময়ে নানা রকমের প্রবর্তনায়, অনেকেই যেমন করেন। অনেকের মতো আমিও একথা জানি যে কবিতার ঠিক-ঠিক অনুবাদ হয় না কিছুতেই, তবু করতেও চাই অনুবাদ, ভালোলাগার টানে। এসব লেখাকে অনুবাদ না বলে অনুসর্জন বলাই কি তাই সংগত? কেননা সৃজনের আনন্দও যদি কিছুটা না লেগে থাকে এর গায়ে, তবে কেনই-বা এত আয়োজন! সৃজন কথাটার মানে অবশ্য এ নয় যে তার নেশায় ইচ্ছেমতো সরে যাব দূরে, তৈরি করে তুলব একেবারেই নিজের মতো ছন্দ-শব্দ-ছবি নিয়ে খেলা, রবার্ট লোয়েল যেমন ভেবেছিলেন তাঁর 'ইমিটেশন্‌স্' নামের বইতে। অনুবাদের প্রসঙ্গে ভালেরি বলেছিলেন একটা 'approximation of form'-এর কথা। অনুবাদ্য কবিতার মূল নিশ্বাসের কাছে পৌঁছবার জন্য অনুবাদের ছন্দে শব্দে আনতে হয় তেমনি একটা তুল্য-রীতি মাত্র, একটা approximation, সৃষ্টির স্বাধীনতা নেওয়া যায় সেই পর্যন্ত শুধু। আমি অন্তত আমার বোধবুদ্ধিমতো অনুগতই থাকতে চেয়েছি মূল লেখাগুলির কাছে, ইংরেজি ছাড়া অন্য ভাষার ক্ষেত্রে অন্যের সাহায্য নিয়ে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এও সত্যি যে, অনুবাদের সময়ে মনে রাখতে চেয়েছি আমার ভাষার পাঠকদের কথা, লক্ষ্যে রাখতে চেয়েছি তাঁদের অভিজ্ঞতা আর প্রত্যাশার পরিধি। কবিতাগুলি যদি বাংলায় কিছুমাত্র কবিতার মতো না শোনায়, তদ্‌গত হবার আপ্রাণ চেষ্টায় যদি আড়ষ্টতাই শুধু থেকে যায় লেখায়, তাহলে অনুবাদ করবার আর মানে থাকে না বড়ো। নিজের ভাষায় কবিতা হিসেবে পাঠযোগ্য আর স্ফুরণময় হয়ে ওঠাতেই অনুবাদ-কবিতার প্রধান সার্থকতা, আর সেই কাজে এটা হতেই পারে যে মূল কবির সঙ্গে এখানে মিশে থাকে অনুবাদকেরও সত্তা। এই অর্থে, কবিতার বিশুদ্ধ তদ্‌গত অনুবাদ শেষ পর্যন্ত কোথাও পাওয়া যাবে বলে বিশ্বাস হয় না।

তিরিশ বছর জুড়ে যত অনুবাদ করেছি, এ তার সমগ্র কোনো সংকলন নয়, তার ছোটো-একটি নির্বাচন মাত্র। ইচ্ছে করেই এখানে বর্জন করেছি অনেক লেখা, হারিয়েও গেছে অনেক, অতর্কিতেও বাদ চলে গেছে কিছু। ছাপার কাজ শেষ হবার মুখে যেমন মনে পড়ল কয়েকটি সাঁওতালি ছড়ার কথা, কিন্তু তখন আর তাকে জুড়ে দেবার উপায় নেই। এই জন্য উপায় নেই যে বইটির লেখাগুলির

মধ্যে প্রচ্ছন্ন একটা বিন্যাস আছে, যে কোনো জায়গায় তাকে ভাঙা মুশকিল। সে-বিন্যাসে কালক্রম বা দেশক্রমের কথা বিশেষ ভাবা হয়নি, কবিতাগুলির প্রধান পরম্পরা সেখানে নয়, এর পরম্পরা আছে বাচনের দিকে, অন্তত সেইরকমই ভাবতে চেয়েছিলাম আমি।

'ভারবি' থেকে 'শ্রেষ্ঠ কবিতা' যখন প্রথম ছাপা হয় ১৯৭০ সালে, তার একটি অংশের শিরোনাম ছিল 'শিকড়ের ডানা', সেইখানে ছিল কয়েকটি অনুবাদকবিতা। পরের সংস্করণগুলিতে সে-অংশ রাখিনি আর, কিন্তু নামায়নের সেই মুহূর্ত থেকেই কল্পনা ছিল এক অনুবাদসংগ্রহের, যার নাম হবে 'শিকড়ের ডানা', অনুবাদের মূল আবেগটাকে প্রকাশ করতে পারবে যে নাম, যে-নামের ইশারা পেয়েছিলাম হিমেনেথের কবিতায়। কিন্তু কিছুকাল আগে বন্ধু দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, আমাকে জানিয়েই, তাঁর চমৎকার হিমেনেথ-অনুবাদটি ওই নামে প্রকাশ করেছেন বলে নতুন একটি নাম ভাবতে হলো আবার। এবার আর হিমেনেথ নয়, 'দি ড্রাই স্যালোয়েজেস' থেকে উঠে এল বইয়ের পরিচয়। এলিয়টের ওই কবিতাটিতে সমুদ্রের ছিল বহু স্বর: Many gods and many voices! দেশদেশান্তরের যুগযুগান্তরের কবিদের স্বরই তো আমাদের কাছে কখনো কখনো হয়ে ওঠে সেই সমুদ্র, সেই মহাসময়! ইচ্ছে ছিল, খুব ছোটো হলেও, তারই একটা আভাস ধরা থাকবে এই অনুবাদগুলিতে, বহু কবির এই বহুল কবিতায়।

ভূমিকা

বইটি ফুরিয়ে গিয়েছিল বেশ কয়েক বছর আগে। কিছুকাল অমুদ্রিত থাকবার পর, দে'জ প্রকাশনী থেকে আবার ছাপা হলো এই বই, তবে অনেকটাই ভিন্ন চেহারায়। যেসব অনুবাদ আগে বাদ পড়েছিল অনবধানে, শ্রীমান অঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের তৎপরতায় তার অনেকগুলিই এবার মুদ্রিত হতে পারল। অবশ্য, অঞ্জনের সংগৃহীত সবকটি অনুবাদই এখানে রাখা যায়নি।

'চিড়িয়াখানা এবং অন্যান্য কবিতা' নামে নিকোলাস গিয়েনের কবিতার যে অনুবাদগুলি গ্রন্থবদ্ধ করেছিলাম একসময়ে, 'বহুল দেবতা বহু স্বর'-এর প্রথম সংস্করণে মুদ্রিত হয়েছিল তার একটি অংশ মাত্র। এবারে সে বইটির টীকাটিপ্পনীর পরিশিষ্টটুকু ছাড়া বাকি আর সমস্তটাই ছাপা হলো।

অনেক নতুন যোজনার ফলে, অনুবাদগুলির বিন্যাসেও অনিবার্য খানিকটা বদল হলো।

সূচি

বহুল দেবতা বহু স্বর

সাঁওতালি গান

নাচবাজনা গান   গাঁয়ের মেলায় যান
নাচবাজনা গান   মিষ্টি মধুর তান
নাচবাজনা গান   মিষ্টি মধুর তান
নাচবাজনা গান   ঠাণ্ডা করে জান
নাচবাজনা গান   বুকে বুকের টান
কন্যেরা সব ঝলমলানো   দিব্য পরিধান
গাঁয়ের বুকে দেখায় যেন   বিজ্‌লির সমান।

লাগ্‌ড়ে সেরেঞ

পথে পথে ঘুরে বেড়াও প্রিয় আমার।
পথে একটু দাঁড়াও প্রিয় আমার।
মনের কথা কই তোমারে প্রিয় আমার।
মনে মনে তুমিই প্রিয় আমার।

লাগ্‌ড়ে সেরেঞ

পাহাড়পথে হাঁটলে দুপা মন জুড়িয়ে যায়
যেদিকে চাও সবুজ সব, সবুজ ডাইনে বাঁ-য়
পাহাড়ি ওই পাখিগুলির মনভোলানো গান
গন্ধভারে সবধারে ফুল ছড়ায় কলতান!

পাতা সেরেঞ

মাটিও হলো গরম আর আকাশভরা গরম
আকাশভরা গরম আর পায়ের নীচে গরম
পায়ের নীচে গরম যদি, নে একজোড়া খড়ম
বুকেও যদি গরম তবে আন্‌ যে বোঝে মরম।

দঙ্‌ সেরেঞ

টাকায় আনে হিম্মৎ আর টাকায় আনে জ্ঞান
টাকা যদি থাকে তোমার জোটাবে সম্মান
টাকাও যায় মান চলে যায় জ্ঞানবুদ্ধি যায়
টাকাই যদি গেল তবে হিম্মৎ কোথায় !

দণ্ড. সেরেঞ

বাঁশির সুরে সুর বাজিয়ে রাজমহলে যায়
ধ্বসিয়ে দেয় পাচিল আমার বন্ধুরা তিনজন
রাজা থাকেন কেল্লায় আর পাচিলে রন রানী
ধ্বসিয়ে দেয় পাচিল আমার বন্ধুর তিনজন।

দণ্ড সেরেঞ

বাবা গেছেন শিকার করতে অযোধ্যার বনে
দাদা গেছেন শিকার করতে অযোধ্যার বনে
আমার মাথায় ঘটি বাঁধা
আমার মাথায় কলস বাঁধা
হায়-হায়রে অযোধ্যা ! কত দূরের বন হে !

সহরায় সেরেঞ

ওপথে গিয়েছি এপথে গেছি
একটি কথাও কয়নি কেউ
বলব কী আর, দিদি লো দিদি,
এপথের মাঝে মেজকর্তা যে—
তিনিই শেষটা এক খিলি পান
বাঁহাতে আমায় তুলে দিলেন।

সহরায় সেরেঞ

কন্যা আমার কন্যা আমার মনের মতো ধন
বেটা আমার বেটা আমার পথে ঘাটে র'ন
কন্যার দোষ হৈলে ক্ষমা মাগি সকলকার
বেটায় যদি দোষ করে তো দিব গুনাহাগার।

সহরায় সেরেঞ

ছোট্ট আমার বোন যখন ছিল আমার পাশে
টগর গাছের নীচে ছিল খেলায় খেলায় ভাই
টগর গাছের নীচে ছিল খেলায় খেলা
ছোট্ট আমার বোনকে আজ নিল রে কোন্ দেশে
টগর গাছের নীচে এখন শুন্‌শান রে ভাই
টগর গাছের নীচে এখন সমস্ত শুন্‌শান্!

সহরায় সেরেঞ*

* সেরেঞগুলি গানের কয়েকটি শ্রেণীভাগের নাম

ভিয়েৎনামি লোকসংগীত

বেন হাই নদীর বিলাপ*

এপার থেকে ওপার সে তো শুধু শতেক গজ,
কে রেখেছে আড়াল করে সেতু ?
দু-তীর জুড়ে ঝরে হৃদয় ! শয়তানকে ঘৃণা—
তত আমরা পরস্পরের ভালোবাসার হেতু ।

আকাশভরা পাখির দ্রুত ঝাপট,
ভিতরজলে মাছের খোলা সাঁতার ।
হঠাৎ কেন পথ গিয়েছে থেমে ?
আমরা তবু চলব ঠিক, এ পথ সোজা হাঁটার ।

মধ্যে তো ওই একটি নদী । তাও কি এমন দূর !
কে ছিঁড়ে দেয় উত্তরে-দক্ষিণে ? দম্পতিরও বাঁধন রবে খোলা ?
এক নদীতে স্নান আমাদের, হায়
একদিকে জল কাকচক্ষু, অন্যধারে ঘোলা ।

বুকে কেমন বাজে !
নির্ঝরও বা শুকোয় যদি, পাহাড় যদি খসে
হৃদয় তবু স্থির,
ভালোবাসার দায় আমাদের, নিরবধির প্রেম ।
শত্রু যদি হঠাৎ নদী দুভাগ করে যায়
এক সাগরে ছুটবে ধারা মিলনমোহনায় ।

*. এই নদীটি উত্তর ও দক্ষিণ ভিয়েৎনামের মধ্যবর্তী অস্থায়ী সীমারেখা

হো চি মিন

জেলখানার ডায়েরি

ভূমিকা

শরীর, সে বটে বন্দী
মন তা কখনো নয়।
স্বপ্নপূরণ যদি চাও তবে
দূরে মেলে দাও মন।

ডায়েরির শুরু

কবিতা আমায় কখনো এমন মাতিয়ে রাখেনি আগে
কিন্তু এখন বন্দীদশায় কী আর করতে পারি ?
শ্লোক গেঁথে গেঁথে দীর্ঘ সময় কেটে যাবে, ভাবি আজ
কবিতা হয়তো সহায় তোমার মুক্তি-প্রতীক্ষারই।

চিংসি জেলে

পুরোনো কয়েদি ডেকে নেয় জেলে নতুন কয়েদিদের।
কালো মেঘেদের তাড়া করে ফেরে শাদা ওই মেঘদল।
উপরে আকাশে শাদাকালো মেঘ নিজের খুশিতে ঘোরে
পৃথিবীতে এক স্বাধীন মানুষ পরে আছে শৃঙ্খল !

সকাল

প্রতিদিন ভোরে সূর্যের আলো পাঁচিল টপকে আসে
দরজায় এসে ঝলকায় তবু দরজা খোলে না তার।
জেলের ভিতরে থমকিয়ে আছে এখনও অন্ধকার
কিন্তু আমরা জেনে গেছি এর বাইরে সূর্য আছে।

সকাল ২

জেগে উঠলেই ব্যস্ত সবাই উকুন বাছার কাজে।
ঠিক আটটায় সকালবেলার খাবার ঘণ্টা বাজে।
উঠে পড়ো, চলো, আপাতত সব পেট তো ভরিয়ে নিই—
এত দুর্দশা পেরিয়ে কখনো ভালো দিন আসবেই।

দুপুর

জেলকুঠুরিতে দিনদুপুরের ঢুলুনিও লাগে ভালো
প্রহরের পর প্রহর গভীর শান্তিতে শোয়া যায়।
স্বপ্ন দেখি যে স্বর্গে চলেছি ড্রাগনের পিঠে চেপে
জেগে উঠে দেখি ধুঁকছি এখনও একই-সে জেলখানায়।

বিকেল

দুটো গেছে বেজে : কুঠরিদুয়ার খুলে দিল, এল হাওয়া।
চোখ তুলে এক ঝলক সকলে দেখে আকাশের দিকে :
স্বাধীন আকাশে ঘুরে ফেরে যারা মুক্ত প্রাণের দল
জানো কি এখানে শেকলে বেঁধেছে তোমাদেরই সঙ্গীকে?

সন্ধ্যা

খাওয়া হলো শেষ, প্রতীচী-প্রান্তে সূর্যও গেল অস্তে।
চারদিক থেকে জেগে ওঠে কত লোকস্বর, লোকগান।
ছিল বিষণ্ণ নিঃঝুম এই চিংসির জেলঘর
হঠাৎ যেন সে হয়ে ওঠে এক গানের প্রতিষ্ঠান।

জেলের খাবার

একথালা শুধু লালচে বাদামি ভাত, এই নিয়ে খাওয়া।
না-কোনো আনাজ, নুন নয়, নয় গিলবার মতো ঝোল।
কোনোমতে যদি নিয়ে নিতে পারো মিটতেও পারে খিদে।
তা যদি না পারো, থাকো অনাহারে, মা-র নামে তোলো রোল

সহযাত্রীর বাঁশি

কেঁপে উঠল জেলের ভিতর একটি বাঁশির মীড়
গৃহকাতর বিষাদজাগা বিলাপভরা সুরে
যোজন যোজন নদীপাহাড় প্রান্তে এক। নারী
চূড়ায় উঠে স্তব্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকে দূরে।

চাঁদিনী

জেলের ভিতরে ফুল নেই, নেই মদ।
কী করব এই মনোহর রাত নিয়ে?
জানলার ধারে যাই আর দেখি গর্বিণী চাঁদিনীকে
গরাদের ফাঁকে চেয়ে আছে চাঁদ কবির মুখের দিকে।

মধ্যশরৎ

মধ্যশরতে ঝলমলে চাঁদ গোল আয়নার মতো
রুপোলি আলোয় ভরিয়ে দিয়েছে পৃথিবীর উপশিরা।
পার্বণে যারা আনন্দে মাতো স্বজনের মাঝখানে
মনে রেখো কোন্ দুর্দশা নিয়ে জেলে আছে বন্দীরা।

মধ্যশরৎ ২

জেলে আমরাও এই শরতেরই উৎসব করি বটে
কিন্তু এখানে চাঁদ বা হাওয়াও আসে বিষাদের ভারে।
খোলা আনন্দে শারদ চন্দ্র বইতে পারি না ব'লে
হৃদয় আমার ধায় তার পিছে অসীম আকাশপারে।

গোধূলি

বনের ভিতরে আশ্রয় খুঁজে পাখি উড়ে যায়, একা।
ছড়ানো আকাশে একা এক মেঘ ভাসে আলস্যভরে।
ওই দূরে কোন্ পাহাড়ি গাঁয়ের মেয়েটি ভুট্টা পেষে
গনগনে লাল আগুনে চুল্লি পাশে প্রতীক্ষা করে।

গাঁয়ের ছবি

যেদিন এখানে আসি ধান ছিল সবুজ কোমল
এখন উঠেছে ঘরে হেমন্তের অনেক ফসল।
এখন সমস্ত দিকে সুখে হেসে উঠেছে কিষান
এখন ধানের ক্ষেতে বেজে ওঠে আনন্দের গান।

পথে

হাতপা আমার বেঁধেছে কাঠের বাঁধে।
পাহাড়ে পাহাড়ে ফুল ফোটে আর পাখিরা গায়।
কে বাঁধবে এই শব্দের মধুগন্ধের আস্বাদে ?
একার ক্লান্তি মুছে নেয় এরা দীর্ঘ এ যাত্রায়।

জেলহুয়াড়ির মৃত্যু

হাড়চাম ছাড়া কিছুই ছিল না বাকি
কালও সারারাত ঘুমিয়ে ছিল সে আমারই শরীর ঘেঁষে।
লাঞ্ছনা আর হিমে ও খিদেয় শেষ হয়ে গেল তার
আজ ভোরবেলা সে চলে গিয়েছে চিররাত্রির দেশে।

ঘুম নেই

প্রথম প্রহর...দ্বিতীয় যায়...তৃতীয় যায় চলে
ঘুম হবে না এপাশ ওপাশ করছি স্বস্তিহারা।
চতুর্থ যায়...পঞ্চম...আর যেই আসে চোখ ঢুলে
স্বপ্নে আমায় তাড়িয়ে ফেরে পাঁচকোনা এক তারা।

বিনিদ্র রাত

নিদ্রাহীন দীর্ঘরাত রুদ্ধ জেলঘরে
লিখেছি শতেক পদ্যে কাকে বলে দাস
প্রতিটি শ্লোকের শেষে কলম থামিয়ে
গরাদের বাইরে দেখি স্বাধীন আকাশ।

?!

চল্লিশ দিন কেটে গেছে শুধু ব্যর্থ দুঃখ মেনে
চল্লিশ দিন ক্রমাগত এই আরোগ্যহীন ক্ষত।
আজ দেখি ফের নিয়ে যেতে চায় লিউচুর দিকে টেনে
ব্যাপারটা তত সুবিধের নয়, দমিয়ে দেবারই মতো।

একটানা বৃষ্টি

ন-দিন জুড়ে বৃষ্টি চলে. একদিনই-যা ঝাঁ ঝাঁ ;
সত্যি, ওই-যে আকাশ, কোনো করুণা নেই ওর।
ছেঁড়া জুতো, পিছল পথ, কাদায় মাখা পা !
তা হোক, তবু শ্রান্তিহীন চলব নিরন্তর।

হাজার কবির সংকলন প'ড়ে

একদিন ছিল প্রকৃতির রূপে মুগ্ধ কবির গান,
চাঁদ আর ফুল, তুষার বাতাস কুয়াশা পাহাড় নদী।
আজ কবিতার ছন্দকে চাই ইস্পাতে টান-টান
চাই কবিরাও গড়ে তুলবেন সংগ্রাম-সম্বোধি।

ডেনিস লেভের্টফ

ওরা কেমন ছিল

১. ভিয়েতনামের মানুষজনের হাতে
পাথরের বাতি ছিল না কি?
২. উৎসবে মেতে উঠত ওরা
ফুল ফোটার বেলায়?
৩. মিষ্টি হাসি ভরে দিত মুখ?
৪. হাতির দাঁত আর হাড়ের মালা, রুপো
এই কি ওদের অলংকরণ ছিল?
৫. মহাকাব্য ছিল ওদের?
৬. কথা আর গানের কোনো প্রভেদ জানত ওরা?

১. মশাই, ওদের হালকা হৃদয় পাথর।
ঠিক মনে নেই ফুলবাগানের ভিতর
মধুর পথ জ্বালত কি না বাতি।
২. হয়তো পারে মিলত সবাই ফুল ফুটবে বলে।
শিশুর দল খুন হবার পর
কোনোই কুঁড়ি নেই।
৩. পোড়ামুখের হাসি বড়ো তেতো মশাই।
৪. হয়তো এক স্বপ্নেরও ওপারে। অলংকার তো আনন্দের লালা!
আপাতত সব হাড় খড়ি।
৫. জানা যায় না ঠিক। মনে রাখুন,
সবাই প্রায় কৃষক; জীবন ছিল
ধানে, বাঁশের পাতায়।
ঠাণ্ডা মেঘ ঘনিয়ে আসত ক্ষেতে
জল ছেড়ে আলগা পায়ে পথ চলত মহিষ

হয়তো তখন বাপ-ঠাকুর্দা গান গাইতেন ছেলেমেয়ের কাছে
বোমায় যখন ঝনঝনিয়ে ভাঙে সেসব আয়না
তখন কেবল সময় থাকে চিৎকারের।

৬. যেসব কথা গানের মতোই ছিল
আজ তো তার প্রতিধ্বনি নেই।
গান শুনলে মনে হতো না কি
চাঁদের আলোয় প্রজাপতির ওড়া!
হবেও-বা, এখন সবই চুপ।

তু ন্যুঅং

দুটি কবিতা

১

এই দুনিয়ার হরেকরকম চাল :
কেউ বা মালিক কেউ বা মজুর কেউ বা ভাড়া খাটে ।
কিন্তু ইনি সত্যি কোনো কাজের নন—
ছাতা হাতে বেরোন সকালবেলা
সন্ধে হলেই ফিরিয়ে আনেন ঘরে ।

চুলোয় যাচ্ছে কন্‌ফুসীয় জীবন—
পড়ুয়া যদি দশজন তো নজনই ক্লাস পালায় ।
আপন মনে ঢুলছে বসে বইবেচুনি মেয়ে
পোঁটলাপুঁটলি বাঁধেন গুরুমশাই ।
ঝাণ্ডদের তো সাহস যেন মোরগ দেখছে শেয়াল,
আর সাহিত্য ? জোর চলছে ! পয়সাকড়ির ফিকির !
নিজের গাঁয়ে মজা করব হিম্মৎ নেই, কিন্তু দেখুন
বড়োকর্তা মেজোকর্তা, এটাই হচ্ছে খাঁটি কথা ।

সু তুং পো

স্বপ্ন

ছেলেপুলে হলে সকলেই চায়
খোকাটির বুদ্ধিসুদ্ধি হোক।
সে-রকম বুদ্ধিতে গোটা জীবনটাকে ধ্বসিয়ে দিয়ে
আজ আমি ভাবি
আমার ছেলেটি যেন হয়
একেবারে আকাট মুখ্যু।
কেননা, তাহলে শান্তি নেমে আসবে তার জীবনে
আর, একদিন হয়তো হয়ে উঠবে ক্যাবিনেট মন্ত্রী!

নিকোলাস গিয়েন

জবাব দাও, তুমি

যে-তুমি আজ গিয়েছ ভেসে কিউবা থেকে দূরে
জবাব দাও, তুমি,
কোথায় গেলে পাবে এমন নীলের পরে নীল,
শ্যামল বনভূমি,
তালের পরে তালের সারি চক্রবাল ঘিরে ?
জবাব দাও, তুমি।

যে-তুমি আজ গিয়েছ ভুলে নিজের সব ভাষা,
জবাব দাও, তুমি,
চিবোতে হয় পরের ভাষা, বাজাতে হয় শুধু
বুলির ঝুমঝুমি,
কীভাবে তুমি কাটাবে দিন বোবার মতো মুখে ?
জবাব দাও, তুমি।

যে-তুমি আজ গিয়েছ চলে আপন দেশ ছেড়ে
জবাব দাও, তুমি,
কোথায় রয়ে গিয়েছে ভাবো পিতৃ-পিতামহ
ক্রুশের নিচে ঘুমে,
কোথায় রেখে যাবে তোমার নিজের হাড় ভাবো ?
জবাব দাও, তুমি।

হায়রে তুমি অভাগা, আজ জবাব দাও, বলো,
জবাব দাও তুমি,
কোথায় গেলে পাবে এমন নীলের পরে নীল

শ্যামল বনভূমি,
তালের পরে তালের সারি চক্রবাল ঘিরে ?
জবাব দাও, তুমি ।

গাথা

জাগো, পারাবত, জাগো রে
শোনাও তোমার কান্না ।

—দেখেছি দুজন চলেছে
অস্ত্র পতাকা সঙ্গে ;
কালো ঘোটকীতে একজন,
শাদাকালো ঘোড়া অন্যে ।
ছেড়েছে ঘর বা ঘরণী
দূরের লক্ষ্যে চলেছে ;
ঘৃণাই ওদের সঙ্গী,
হাতে নিয়ে চলে মৃত্যু ।
'কোথায় চলেছ' শুধালে
দুজনারই দ্রুত উত্তর :
'রণসাজে আজ চলেছি
চলেছি যুদ্ধে, পারাবত ।'
এইমতো বলে তারা ধায়
দ্রুত ধাবমান আট পা-য়
রৌদ্রধূলার পোশাকে,
অস্ত্রপতাকা সঙ্গে,
কালো ঘোটকীতে একজন,
শাদাকালো ঘোড়া অন্যে ।

জাগো, পারাবত, জাগো রে
শোনাও তোমার কান্না।

—দেখেছি দুজন স্বামীহীন
এমন কখনো দেখিনি ;
একটি অশ্রুধারাতেই
যেন দুজনার মুক্তি।
'কোথায় চলেছ ভদ্রে ?'
শুধাই তাদের দুটিকে।
'স্বামী-উদ্দেশে চলেছি
পারাবত', শুনি উত্তর।
ওদের যাবার ফিরবার
অশুভ খবর শুনেছি ;
নিহত ওদের রেখেছে
ঘাসের উপরে ছড়িয়ে,
বুকে কুরে খায় কীটেরা,
মাথায় শকুন ঠোকরায়,
নীরব ওদের অস্ত্র
বাতাস পায় না পতাকা ;
শাদাকালো ঘোড়া ত্রস্ত
পালিয়েছে কালো ঘোটকী।

জাগো, পারাবত, জাগো রে
শোনাও তোমার কান্না।

শোকে বাঁধা গিটার

১

ও ছোটো সেনানী বলিভিয়ার,
ও ছোটো সেনানী বলিভিয়ার,
রাইফেল হাতে চলেছ সেজে,
ওই রাইফেল আমেরিকার
ওই রাইফেল আমেরিকার
ও ছোটো সেনানী বলিভিয়ার,
ওই রাইফেল আমেরিকার।

২

ব্যারিয়েন্তোস দিয়েছে ধার,
ও ছোটো সেনানী বলিভিয়ার,
জনসন দিল এ উপহার
তোমারই ভাইকে মেরে ফেলার
তোমারই ভাইকে মেরে ফেলার
ও ছোটো সেনানী বলিভিয়ার,
তোমারই ভাইকে মেরে ফেলার।

৩

জানো না কি তুমি ও-শব কার
ও ছোটো বনানী বলিভিয়ার ?
ওই শব যে চে গুয়েভারার,
আর্জেন্টিনা কিউবা যার
আর্জেন্টিনা কিউবা যার
ও ছোটো সেনানী বলিভিয়ার,
আর্জেন্টিনা কিউবা যার।

৪

সবচেয়ে বড়ো সাথি তোমার,
ও ছোটো সেনানী বলিভিয়ার,

দুঃখে সে ছিল সাথি তোমার,
মালভূমি থেকে প্রাচীপাহাড়
মালভূমি থেকে প্রাচীপাহাড়
ও ছোটো সেনানী বলিভিয়ার,
মালভূমি থেকে প্রাচীপাহাড়।

৫

মুড়ে দিই আজ এই গিটার
ও ছোটো সেনানী বলিভিয়ার
শোক দিয়ে শুধু, অশ্রু নয়,
মানবিক বটে অশ্রুভার
মানবিক বটে অশ্রুভার
ও ছোটো সেনানী বলিভিয়ার
মানবিক বটে অশ্রুভার।

৬

এখন তো নয় কান্না আর,
ও ছোটো সেনানী বলিভিয়ার
বিলাপের আজ সময় নয়,
সময় বরং ছুরি ধরার
সময় বরং ছুরি ধরার
ও ছোটো সেনানী বলিভিয়ার
সময় বরং ছুরি ধরার।

৭

তামা দিয়ে কেনে মাথা তোমার,
ও ছোটো সেনানী বলিভিয়ার,
দিচ্ছ যা তুমি, কিনছে সে,
তাই দিয়ে গড়ে স্বেচ্ছাচার
তাই দিয়ে গড়ে স্বেচ্ছাচার
ও ছোটো সেনানী বলিভিয়ার,
তাই দিয়ে গড়ে স্বেচ্ছাচার।

৮

জেগে ওঠো, হলো দিন আবার,
ও ছোটো সেনানী বলিভিয়ার,
পৃথিবী তো এক পায়ে খাড়া,
উষা ওই দ্রুত খোলে দুয়ার
উষা ওই দ্রুত খোলে দুয়ার
ও ছোটো সেনানী বলিভিয়ার,
উষা ওই দ্রুত খোলে দুয়ার।

৯

সামনেই পথ খোলা তোমার
ও ছোটো সেনানী বলিভিয়ার,
হয়তো এ-পথ সহজ নয়,
সহজ নয় তা, ক্ষুরেরই ধার
সহজ নয় তা, ক্ষুরেরই ধার
ও ছোটো সেনানী বলিভিয়ার,
সহজ নয় তা, ক্ষুরেরই ধার।

১০

তবু আজ জানা হবে তোমার,
ও ছোটো সেনানী বলিভিয়ার,
নিজের ভাইকে মারে না আর
নিজের ভাইকে মারে না আর
নিজের ভাইকে মারে না আর
ও ছোটো সেনানী বলিভিয়ার,
নিজের ভাইকে মারে না আর।

আমি যেন এক ফুলেভরা গাছ

আমি যেন এক ফুলেভরা গাছ
কাল ছিল ডাল খালি,
আমি যেন এক ফুলেভরা গাছ
কাল ছিল ডাল খালি।
মানুষই আমায় দিয়েছে এ-পাঠ, কারাম্বা,
নিজেরা যদিও
পড়তে শেখেনি ওরা।

কোথায় বলো তো গেল এত ফুল,
ফুল দিল যারা আমায়?
কোথায় বলো তো গেল এত ফুল,
ফুল দিল যারা আমায়?
সময়ের হাত, সময়ের হাত থেকে, কারাম্বা,
সিয়েরায় ধীরে বয়ে চলে গেল
গেল যে সময়, সময়।

আজ জুড়ে দিতে পারি একে ওকে
অক্ষরে-অক্ষরে
আজ জুড়ে দিতে পারি একে ওকে
অক্ষরে-অক্ষরে।
এমনকী নাম লিখতেও পারি, কারাম্বা,
নাম ও মানুষ,
জোসেফ মাইকেল ক্রিস্কিন।

আমার নাম
জোসেফ মাইকেল ক্রিস্কিন,
প্রিয় আমার,

জোসেফ মাইকেল ক্রিস্কিন,
লিখছি আমি
জোসেফ মাইকেল ক্রিস্কিন,
এই-যে আমি
জোসেফ মাইকেল ক্রিস্কিন,
সামনে এগোও
জোসেফ মাইকেল ক্রিস্কিন,
আমার বাবা,
জোসেফ মাইকেল ক্রিস্কিন,
কিউবা আমার,
জোসেফ মাইকেল ক্রিস্কিন,
আবার বলি
জোসেফ মাইকেল ক্রিস্কিন,
ডাকছে ওরা
জোসেফ
মাইকেল।

নিউইয়র্কে এক নিগ্রোর গান

বলেছিল এক পারাবত
নিউইয়র্কের ভিতর দিয়ে সে
উড়ে চলে গিয়েছিল,
কিন্তু দেখেনি
কোনো ফুল কোনো তারা।
শুধু শিলা আর ধোঁয়া
আর ধোঁয়া আর সীসা
আর সীসা আর শিখা

আর শিখা আর শিলা আর সীসা ধোঁয়া
দেখেছে কেবল পারাবত।

'পারাবত, তুমি দেখোনি কি কোনো
নিগ্রো কাঁদছে?'
'না।'
'নিগ্রো গাইছে?'
'হ্যাঁ।'

তাকে দেখলাম,
মাথা নোয়াল সে।
গান,
গেয়ে উঠল সে গান:

একটাই শুধু স্বপ্ন আমার
পারাবত,
স্বপ্নদর্শী মানুষের কাছে পাওয়া;
সেই স্বপ্নতে, পারাবত
বানিয়ে তুলব ভেবেছি
তারা এক, এক ফুল।

(তারার ভাস্বরতা।
যে-ভাস্বরতা ফুলেরও।)

একটাই শুধু কবিতা আমার
পারাবত,
কবির কাছে যা পাওয়া;
সেই কবিতায় পারাবত
মানিয়ে তুলব ভেবেছি
শ্লোক এক, এক গান।

৩৪

(প্রতিবাদে গাঁথা শ্লোক।
শান্তির গান, শুধু শান্তির গান।)

একটাই শুধু লোহার টুকরো
পারাবত,
কামারের কাছে পাওয়া ;
সেই লোহা দিয়ে, পারাবত
বানিয়ে তুলব ভেবেছি
হাতুড়ি এবং কাস্তে।

(ঘা দেব যে সেই হাতুড়িতে আমি ঘা দেব।
কেটে নেব সেই কাস্তেতে নেব কেটে।)

অ্যাঞ্জেলা ডেভিস

আমি তোমাকে বলতে আসিনি তুমি সুন্দর।
আমি জানি তুমি সুন্দর।
কিন্তু সেটা কোনো কথা নয়।
কথাটা এই যে ওরা চায় তোমার মৃত্যু।
ওদের চাই তোমার খুলি
জ্যাকসন আর লুমুম্বার খুলির ঠিক পাশেই
সাজিয়ে নেবে ওদের মহান্ প্রভুর তাঁবু।
আর, অ্যাঞ্জেলা
আমাদের চাই
তোমার হাসি।

ঘৃণায় তুলে ধরা দেয়ালকে আমরা করে নেব
স্বচ্ছ বাতাবরণ

মাথার উপর থেকে তোমার যন্ত্রণা মুছে দিয়ে
বানিয়ে নেব মেঘ আর পাখি
আর তোমাকে লুকিয়ে রাখে যে-প্রহরী, তাকে
বানিয়ে নেব তরোয়ালধরা দেবদূত।

কী ভুলই না হলো তোমার ঘাতকদের
কঠিন আর ঝলমলে ধাতুতে তুমি গড়া
অমলিন তোমার আবেগ
সমানই জেগে থাকে রোদে আর বৃষ্টিতে
ঝোড়ো হাওয়ায় আর জ্যোৎস্নায়
দিশেহারা বাতাসে।
আছো তুমি
স্বপ্নের ভিতরদেশে, যেখানে সময়
চিহ্ন রেখে যায় তার
লিখে যায় গান।

অ্যাঞ্জেলা, কোনো কিশোরের মতো ভালোবাসার কথা নিয়ে
অথবা কোনো বনদেবতার বাসনায়
দাঁড়াইনি তোমার সামনে।
হায়, সেটা কোনো কথা নয় আজ।
শুধু বলি, নমনীয় তুমি সমর্থ তুমি
সহজে ঝাঁপিয়ে পড়ো ঘাড়ে (ভেঙে দাও)
ওই যারা পোড়াকাঠে বেঁধে
পাতাহারা ওকগাছে বেঁধে
দক্ষিণে জ্বলন্ত কোনো ক্রুশকাঠে বেঁধে
তোমারই দেশের ওই দক্ষিণে তোমাকে জীবন্ত পুড়িয়ে নিতে চায়
যারা চেয়েছিল, আজও চায়, চিরদিনই চাইবে তোমাকে।

শত্রুরা নির্বোধ।

ওরা চায় ওদের কথা দিয়ে রুদ্ধ করবে তোমার কথা।
কিন্তু আমরা জানি
তোমারই কথার শুধু ধ্বনিপ্রতিধ্বনি চারদিকে
তোমারই কথায় শুধু জ্বলে-ওঠা
রাত্রির চূড়ায় যেন ধ্বস্ত কোনো স্তম্ভের মতন
স্থির এক বিদ্যুৎঝলক
ঊর্ধ্বচারী আগ্রাসী আগুন
মুহুর্মুহু বজ্রাঘাত, আর তার প্রখর দ্যুতির নীচে
খর নগরের নিগ্রোদের দেখি
শুষে-নেওয়া ফুঁসে-ওঠা মানুষের দল।

আমার বেঁচে থাকার এই সার্থক স্বপ্নের নীচে
উদ্যত এক সেনাদলের পাশে
ক্ষুরধার, তবু অনুকূল, তীব্র এই সমুদ্রের ধারে
তটের উপরে আছড়ে-পড়া প্রচণ্ড এই ঢেউগুলির সামনে
চিৎকার করে উঠি, বয়ে-যাওয়া দমকা হাওয়ার কাঁধের উপর দিয়ে
যে-হাওয়া আমাদের জনক ক্যারিবিয়ান।

অ্যাঞ্জেলা, বলি তোমার নাম, গর্জন করে বলি।
তোমাকে ক্ষমা করবার অনুনয় নিয়ে স্তুতি নিয়ে ভিক্ষে নিয়ে
বিনতি নিয়ে প্রার্থনা নিয়ে জোড় করব না হাত।
জোড় করব শুধু তোমার সমর্থনে হাত মিলবে হাতে,
শক্ত আর সমর্থ, সমর্থ এই হাত
হাত মিলবে হাতে যাতে জানতে পারো আমি কেবল তোমার।

ধাঁধা

দাঁতে তার ভোর
রাত চামড়ায়।
কে সেটা? কে নয়?
—নিগ্রো।

রূপসী না নারী
তবু সে চালায়।
কে সেটা? কে নয়?
—ভুখা।

দাসের সে দাস
প্রভুদের যম
কে সেটা? কে নয়?
—আখ।

এ-হাতের পাপ
তোলে না ও-হাত।
কে সেটা? কে নয়?
—ভিক্ষে।

কাঁদে একজন
শেখা-হাসি মুখে
কে সেটা? কে নয়?
—আমি।

যদি কেউ

যদি কেউ বলত আমায়
এমনও ঘটতে পারে
কোনোদিন আমরা হব
শুধু দুই চেনা মানুষ
হতো না প্রত্যয় ঠিক।

যদি কেউ দেখত, ধরো,
উদাসীন বলছি কথা
রোদ আর বৃষ্টি নিয়ে
নিদেনই চেনা দুজন,
হতো না প্রত্যয় ঠিক।

হা রে এই সূক্ষ্ম ছুরি
রেখে যায় দারুণ ক্ষত
গোপনে রক্ত ঝরে...
যদি কেউ বলত এসব
হতো না প্রত্যয় ঠিক।

বৃষ্টি

সীসার ভারে আকাশ, নীচে
বর্ষাতুর বিকেল,
একনাগাড়ে চোখের ধারা
ঝরিয়ে যায় জল।

জানলা দিয়ে দেখছি চেয়ে
থরথরানো শাখায়
মুক্তো হয়ে দুলছে যেন
বৃষ্টিবিন্দুরা।

জলের তোড়ে উপড়ে নেয়
চারটে কঁড়েঘর।

(গোলাপে ডোবা পিঁপড়েটার
শুঁড়সি দেখে কাঁপি।)

নতুন কবিতা

কবি একদিন ছিলেন সুরের শিল্পী
অর্কেস্ট্রার ছন্দে নৃত্যময়
ইঙ্গিতে তাঁর টেনে আনতেন
বাঁশির দীর্ঘ শ্বাস,
নাছোড় বেহালা,
দাদামশায়ের মতো খন্‌খনে ঝাঁঝর,
এমনকী এক উদ্ধত জয়ঢাক।
কবি একদিন বুঁদ থাকতেন
ঝংকারে ঝংকারে।
আর আজ কবি নিজের ভিতরে ফিরে
সেইখানে তাঁর গভীরে নিজের অর্কেস্ট্রাকে বাজান।

চিড়িয়াখানা

ঘোষণা

মিউনিসিপ্যালিটির
প্রস্তাবমতো গড়া এ চিড়িয়াখানা
স্বদেশী বিদেশী সবার জন্য
জাতির অহংকার।
সবচেয়ে বেশি বলবার মতো এখানে
জলচর আর খেচর
(যেমন ঘূর্ণিঝড়).
খাটি অ্যাকোন্কাগুয়া,
কিশোরী গিটার এক,
জ্যান্ত মেঘের দল,
একদল বাক্সপত্র তাছাড়া পেশাদার এক বাঁদর।
¡ Patria o muerte !

—অধ্যক্ষ

ক্যারিবিয়ান

চিড়িয়াখানার অ্যাকুয়ারিয়ামে
ক্যারিবিয়ানের সাঁতার।
            সমুদ্রচর আর
রহস্যময় জীবটির
স্ফটিকের বাঁকা চাঁদ,
নীল পিঠ আর সবুজ পুচ্ছ,
ঘন প্রবালের পেট,
ধূসর পাখনা ঝড়ের গতিতে ভরা।
অ্যাকুয়ারিয়ামে লিখে দেওয়া আছে :
            'কামড়ায় : সাবধান।'

গিটার

গিটার ধরতে গিয়েছিল ওরা
পূর্ণিমা রাত্রিতে।
ধরে নিয়ে এল একে
সুশ্রী, দোহারা, পাণ্ডুর মুখখানি,
পিঙ্গল চোখ জ্বলছে অনির্বাণ,
কোমরে কাঠের ঝলক।
নেহাৎ কিশোরী, উড়াল দেয় না বড়ো।
কিন্তু সে গেয়ে ওঠে
যখনই সে শোনে
অন্য খাঁচায়
সুরের শ্লোকের ঝাপট।
গম্ভীর স্বর, একদা শ্লোকের দল।
খাঁচার উপরে লিখে দেওয়া আছে :
'স্বপ্ন দেখছে : সাবধান।'

গুবরে পোকা

এ হলো গুবরে পোকা।
একটি ভারত থেকে,
টেরাকোটা পেট, নীল পশমের ডানা।
শুধু তামা আর গাটাপার্চায় এটি হলো জেমিনির।
একটি ওলন্দাজের
সুমাত্রা থেকে আনা (এ কেবল তামা)
আর এটি কোনো অগ্নিগিরির লাভায়
পাওয়া গিয়েছিল আসটেক সমাধিতে।
স্ফটিকের এই দীর্ঘ চোখের পল্লব।
আর সোনালিটি
(এডগার পো-র বিশিষ্ট উপহার)
মরেছিল এইখানে।

খুদে কাগজের পাখি

একা, ওর ছোট্ট খাঁচায়,
ঝিমোয়,
খুদে কাগজের পাখি।

সপ্তর্ষিমণ্ডল

এই হলো সপ্তর্ষি।
শিকারী স্পুটনিকের
হাতে ধরা পড়ে চৌষট্টির জুনের চৌঠা।
(সাবধান যেন ছুঁয়ে দেবেন না
চামড়ার তারাগুলি ।)
দরকার
এক ট্রেনার।

অ্যাকোঙ্কাগুয়া

অ্যাকোঙ্কাগুয়া। এ এক
গম্ভীর আর প্রশান্ত জানোয়ার।
শাদা মাথা আর কঠিন পাথুরে চোখ।
ঘুরে বেড়ায় সে ওরই মতো আরো সব
জানোয়ারদের মন্থর দঙ্গলে
পাহাড়ি নির্জনতায়!

রাত্রিবেলায়
কোমল ঠোঁটে ও ঠুকরিয়ে খায়
চাঁদের ঠাণ্ডা হাত।

নদী

এ হলো সাপের খাঁচা।
নিজের ভিতরে কুণ্ডলী ক'রে
নদী, এইসব পবিত্র নদী, ঘুমোয়।

নিগ্রোকে নিয়ে মিসিসিপি, আর
আমাজন-ভরা রেডিণ্ডিয়ান।

বিশাল ট্রাকের ভিতরে যেন-বা
বলবান কোনো শিশু।

হাসিখুশি ওই শিশুরা দিচ্ছে ছুঁড়ে
ক্যাম্প সবুজ দ্বীপ
টিয়ারঙা জঙ্গল
জনসংকুল চিপগুলি আর
ছোটোখাটো আরো নদী।

বড়ো নদীগুলি জেগে ওঠে ধীরে-ধীরে
খুলে দেয় কুণ্ডলী
সব গিলে খায়, ফুলে ওঠে পেট, ফেটে যাবে যেন হঠাৎ,
আর তার পরে ঘুমিয়ে পড়ে সে আবার।

শিকার

পথের উপরে বল্লমে এই
বপুষ্মতী
খুবই গুরুতর আহত।

যে ওকে ধরেছে সে-জেলে দুঃসাহসী
নিতে চায় ওঁর তেল,
ক্ষীণ নমনীয় অধোদেশ আর
পীন তাঁর... (চায় খড়েপিটে নিতে)।

এই যে তিনি।

সেরে উঠছেন।

জনগণের জন্য : এয়ারো-ম্যামথ

(চিড়িয়াখানার বাইরে, বারো ফুট উঁচু ছ' ফুট চওড়া এক ফোটোগ্রাফের নীচে লেখা আছে)

ছোটোখাটো কোনো এরোপ্লেনের
ধ্বংসাবশেষ নয় এ,
আগে যে-রকম ভাবা গিয়েছিল।
এ হচ্ছে এক খোকা ম্যামথের
শুকনো এবং
পরিত্যক্ত কঙ্কাল,
সাইবেরিয়ার কোনো অঞ্চলে নিহত,
খুঁজে পেয়েছেন কোনো এক পর্যটক।

এরোপ্লেনের দাঁত নেই,
এক পণ্ডিত বলে দিয়েছেন
এ কঙ্কালের ছিল দাঁত,
কাজেই এর তো চিড়িয়াখানায়
থাকবার নানা দাবি।

কিন্তু যেহেতু আমরা
জ্যান্ত প্রাণীই রাখছি কেবল,
ছোটো এ-নোটিস ঝোলানো রইল এখানে
সঙ্গে ফোটোগ্রাফ।
ঝুড়ি-ঝুড়ি কথা এড়িয়ে যাবার জন্য
সার কথা বলি, এ হলো এয়ারো-ম্যামথ।

তৃষ্ণা

মিষ্টি জলের স্পঞ্জ
তৃষ্ণা।
নদীর জন্য প্রতীক্ষা করে, গিলে ফেলে।
গিলে নেবে ধারাবর্ষণ।
লাল ফিতে দিয়ে চেপে ধরে সব
টুঁটি।
হুঁশিয়ার, গ্রীবাদল!

ভুখা

এই হলো ভুখা। এ-জন্তুটার
শুধু বিষদাঁত, চোখ।
ভোলানো যায় না, সরানো যায় না।
বারেক খাইয়ে কমানো যায় না।
দুপুরে বা রাতে একটা খাবারে
দমানো যায় না।
রক্তে কেবলই শাসায়:
সিংহের মতো গর্জায় আর অজগর হয়ে পাক দেয়,
মানুষের মতো ভাবে।

সামনে যেটিকে দেখছেন, একে
ধরা হয়েছিল ভারতবর্ষে (বম্বের উপকণ্ঠে),
তবে পাওয়া যায় আরো নানা অঞ্চলে
নানা বর্বর দশায়।

..

দয়া করে সরে দাঁড়ান।

দিদিমণি

দিদিমণি
ইংরেজি আর অ্যালজেব্রাই শেখান।

অক্সফোর্ড।

ঘুরে বেড়ান
কচিকাঁচা উঁচু পাতায়-পাতায়।
শাদাসিধে, মোটের উপর।

(ছাত্র একটি হাতির সঙ্গে গোপনে প্রেম চলে।)

চলতি নাম : জিরাফ।

মেঘমণ্ডল

নীহারিকামণ্ডল।
ধারণক্ষমতা : চুরাশিটি মেঘ।
এ এক নতুন ব্যাপার, কেননা
কিছু মেঘ আছে সারাদিন ধরে থাকে,
আসে নানা দেশ থেকে,
(অধ্যক্ষের আশা যে আসবে আরো।)

রক্তিমাভ,
দীর্ঘচঞ্চু পাখির মতন
ভোরের মেঘেরা
এসে পৌছয় কিষানের কাছে অল্প ঘুমের শেষে
শূন্য উষায়।
শান্ত,

শুকনো, পুঞ্জ তুলো,
ভারিক্কি চালে দুপুরে নিথর মেঘ।
শিখান্বিত যত সাপের মতন
গোধূলি ঘনায় যখন।
দুর্লভ কিছু আসে উগাণ্ডা থেকেও
ভিক্টোরিয়ার লেক থেকে তাড়া খেয়ে।
এল্ ডাকিনো থেকে যত নত মেঘ।
মেরিটাইম আল্প্স থেকে।
পিকো বলিভার থেকে।
কৃষ্ণ, পীনস্তনী
কালবৈশাখী মেঘ।
আর ভেজা মেঘ রোম্যান্টিকেরা
আকাশকে যারা ধুয়ে দেয় ভালোবাসায়।
গোলাপি মেঘ যা ষাট বছরের আগে
দেখা দিত শুধু
ক্রিসমাস কার্ড জুড়ে।
পরীচিহ্নিত মেঘের দল।
মেঘ, যারা রূপ নেয় কোনো দানবের,
চেনাজানা কোনো মানচিত্রের (ইংল্যাণ্ড),
ক্যাঙারুর, সিংহের।
মোটের উপর, বলবার মতো জাহাজভর্তি মেঘ।

তবু,
দুর্লভতম মেরুবাসী মেঘেদের
জীবন্ত ধরে আনবার কোনো উপায় ছিল না ঠিক
তারা এসে গেল লোনা জলে ভেসে, সোজা
গ্রীনল্যাণ্ড আর নরওয়ে আর নিউফাউণ্ডল্যাণ্ড থেকে।

(কথা দিয়েছেন অধ্যক্ষ যে
সবার দেখার জন্য এদের কাচের খাঁচায় রাখবেন।)

বাতাসের দল

ভাবতেও পারবে না
কাল রাতে এই বাতাসের দল কী কাণ্ড করেছিল।
দেখা দিয়েছিল
জলজলে চোখে,
দীর্ঘ কঠিন পুচ্ছে।

কিছুই তাদের দমাতে পারেনি
(আর্তি কিংবা শাপশাপান্ত)
কুঁড়েঘর আর একলা জাহাজ
অথবা খামারবাড়ি
কংবা যাকিছু জরুরি, সে-সবই
বেপরোয়া হয়ে ধ্বংস করেছে এরা।

শেষমেশ আজই সকালে এদের এনেছে বেঁধে,
মেদুর প্রেমিক
ডালিয়ার মাঠ ঘিরে
ঘুরে বেড়ানোর বিভোর সময়ে
আচমকা গেল ধরা।
(ওই যে ওখানে, বাঁয়ে,
বাক্সে বন্দী ঘুমোয়।)

বাঘ

কড়া কালো ডোরা কাটা
নিজের খাঁচায় ঘুরে বেড়াচ্ছে বাঘ।
যে-ধাতুতে গড়া গর্জন তার, সে তো
জলছে, তপ্ত শাদা।

(মাতাল ।
যৌন প্রেরণা ।
মুষ্টিযোদ্ধা ।
ঈর্ষা-ক্ষিপ্ত প্রেমিক ।
সেনাপতি একজন ।
প্রেমের ছুরি ।)

দয়া করে সব শান্ত থাকুন ।
একেবারে খাঁটি
বাঘ ।

সাইক্লোন

অভিজাত এক ঝড়
সবে কিউবাতে এসেছে বাহামা থেকে ।
বড়ো হয়েছে এ বারমুডা অঞ্চলে,
বারবেডোসেও আপনজনেরা আছে,
প্যুর্টোরিকোয় ছিল বেশ কিছুদিন ।
জামাইকা থেকে উপড়ে ফেলেছে সারি-সারি তাল গাছ ।
চুরমার করে দিতে গিয়েছিল গুয়াদেলুপে ।
চুরমার করে দিয়েছে মার্তিনিক ।

বয়স : দু-দিন ।

ফিনিক্স

এই খাঁচাখানি ঠিক করে রাখা আছে
ফিনিক্স পাখির পুনর্জন্ম ভেবে
(সব ছাই তার এসে পৌঁছবে ডিসেম্বরে ।)

লিন্চ্

আলাবামার এই 'লিন্চ্'।
ল্যাঙ্গ যাকে বলো
সে হলো চাবুক।
দেখা দেয় সচরাচর
জলন্ত ক্রুশকাঠে।
ভোক্তা কেবল নিগ্রোরা, দড়িদড়া,
রক্ত, আগুন, আলকাতরা ও বা
পেরেক।

একে ধরা গেছে
ফাঁসিতে। পুরুষ।
খোজা করে দেওয়া আছে।

ক্যান্সার

ওই যে কাঁকড়া ভয়ানক, গিলে খায়
দুই বুক আর অগ্ন্যাশয় বা অণ্ডকোষ
অথবা বিশাল প্রাস্টিক জরায়ুতে
গাঁথে সে নাছোড় থাবা।
সীমিত জীবন, কেননা নেই তো আর
উপাদেয় কোনো মাংস খাবার,
অথবা সুপেয় রক্ত কিংবা জল।

পুরো ছবিটাকে হয়তো এখনো
দেখা যাচ্ছে না ঠিক।
যাহোক, চিড়িয়াখানায়

দরকারি সবই রইল,
বড়ো-বড়ো সব শহরের থেকে কমও নয় বেশি নয়।

ডাইনেই আছে, মাস্তানদের পাশে।

মাস্তান

নিউইয়র্কের খুদে এই মাস্তান
শিকাগোর এক গুণ্ডা এবং বুলডগ এক মা-র
ছোটোপুত্তুর।

প্রথম ছিল সে রয়্যাল ব্যাঙ্কে
ডাকাতি করতে গিয়ে।
চেস্টার।
খাকি।
ক্যামেল।
ফোর রোজেজ বা হোয়াইট লেবেল।
ব্রাউনিঙ।
হেরোইন।
(কথা কয় শুধু ইংরেজি।)

K K K

এ চতুষ্পদ পাওয়া যায় জপ্‌লিনে
মিস্থরির।
মাংসাশী জীব।

সারারাতভর গর্জায়, যদি
নিয়মিত তার খাবার না জোটে নিগ্রোপোড়া।

মারা যাবে ঠিক শেষে।
একে খাওয়ানো তো (অশেষ) ভাবনা এক।

ঈগল

এই দিকটায়, ঈগল।
লাল ল্যাজঝোলা ঈগল।
সাম্রাজ্যিক ঈগল।
ফণিমনসার গায়ে বসে-থাকা ঈগল।
দুমুখো ঈগল (কাণ্ডই একখানা)
একাই একটা খাঁচায়।
প্রাণদণ্ডিত বন্দীজনের
পাঁজরের থেকে ছেঁড়া
শোভন ঈগল।
টাকার ঈগল, দ্বিগুণ বানানো স্বর্ণমোহর (কুড়ি ডলার)
ঘোষক ঈগল।
প্রুশীয় ঈগল সতী বিধবার মতো কালো সাজে সাজা।
হাভানায় যেটি মাইনে উড়ছে সত্তর বৎসর।
ভিয়েৎনামের থেকে নিয়ে আসা ইয়াঙ্কি ঈগল।
রোম্যান অথবা নেপোলিয়নিক ঈগল।
আলভেয়ারের বিভা বুকে নিয়ে
স্বর্গীয় এক ঈগল।
আর শেষমেশ,
ঈগল ব্র্যাণ্ডে জমানো দুধের কৌটোয় গাঁথা ঈগল।

(আদি ও অকৃত্রিম।)

বাঁদর

এই অঞ্চল বাঁদরের।
আজকালকার রীতিনীতি মেনে এদের
ছেড়ে দেওয়া আছে সাময়িক।

অধ্যাপকের টুপিপরা ওই বাঁদর।
বোতলসুদ্ধ নেশাড়ে।
বাঁকা তলোয়ার পুচ্ছে সাজানো সেনাপতিদল।
ঘোড়ার স্ট্যাচুতে বীরপুজব বাঁদর।
বাইসাইকেলে কেরানি বাঁদর।
মোটরে আসীন ব্যাঙ্ক-অফিসার বাঁদর।
সাজগোজকরা ফিল্ডমার্শাল বাঁদর।
আরো কত সব দেখছেন।

আগস্ট মাসে
এসে পৌছবে আরো ঠিক ছশো বাঁদরের মতো বাঁদর

(অপরিহার্য ভাড়।)

চাঁদ

স্তন্যপায়ী এ ধাতব নৈশ জীব।

মুখ দেখে মনে হয়
যেন ব্রণে কুরে খাওয়া।

স্পুটনিক আর সনেট।

বেহালা

মেতে ওঠা এই বেহালা
তাকিয়ে দেখছে আয়নায়
আরেক বেহালা, সেই বেহালাও আবার
মেতে উঠে
তাকিয়ে দেখছে বেহালা।

মাঝে-মাঝে যায় বিশ্বপরিক্রমায়
রেশমি সুতোর টানে
ডলারের হাততালি
ছাপার কালি বা আরো নানা সব
লোভনীয় আহ্বানে।

(এইখানে এই চিড়িয়াখানায় মহাবিরক্ত বাবু
পেটের জন্য গাইতে হচ্ছে ব'লে
সুরের ব্যাপারে ততটা দরাজও নয়।)

মিলানের স্কালা।
নিউইয়র্কের মেট্রোপলিটানা।
প্যারীর অপেরা।

পুলিশ

এই জন্তুটা পুলিশ।
শিস দেওয়া যেন ভালুক।
রকম-রকম : এই ইংরেজ, শার্লক (মুখে পাইপ)।
এ আমেরিকান, কার্টার (মুখে পাইপ)।
দৈনন্দিন ভোজ্য তালিকা :

গোপনীয়তার জ্বাব,
ইলেকট্রনিক জেরা করবার রেকর্ডার,
(বিশ্ব) কমিউনিজম,
ধাঁধানো আলোয়
শ্বাসরোধ করা রাত।
কিছু খুদে হলে তাকে বলা যায় পুলিশম্যান।
পেতল-বোতাম, ব্যাজ। আর তার মাথাটা টুপির মতো।
নীল কোট সচরাচর।
দৈনন্দিন ভোজ্য তালিকা : শিশু অপরাধী,
ধর্মঘট বা হাঙ্গামা আর ছোটোখাটো কোনো চুরি,
(স্থানীয়) কমিউনিজম।

পেঁপে

পেঁপে
উদ্ভিজ্জ এ
জীব।
আদি পাপের যে কোনো জ্ঞান আছে এর
সে-কথা সত্যি নয়।
যাই বলা হোক না,
তাকিয়ে দেখো তা
নেহাৎ কাকতালীয়। কুৎসিত যত
স্বপ্নবিলাসে
বলি হলো কত কুমড়ো বা তরমুজও।
মোটের উপর, এ হলো
(জরদ্‌গব বা তরুণ) যৌন
অবদমনের ফল।

দালাল

থাটি এইচ-অ্যাণ্ড-আর
কুর্তার গাঁথা তার
সোনার বোতাম।
মাথায় বাবুর জিপিজাপা।
মিনি প্যার্সোঁ-এর গন্ধে মাখানো রুমাল।

মাথা হেঁট করে বসেছে খাঁচার কোণায়,
ফালতো জীবন অঢেল ক্লান্তি কাটায়,
ঘুম থেকে ঘুমে ক্ষয়ে যাওয়া যত বেশ্যার দঙ্গলে

(সকলেরই যেন তিনকালখাওয়া দশা)

যারা সব ছিল প্রাচীন সস্ত সানিসিদ্রোর গলিতে।

নজর করুন. তুলনারহিত জিনিস,
ধরা হয়েছিল ষাট বছরের আগে
কোনো একদল ফরাসি বাবুর সঙ্গে সাক্ষ্য কলহে
লুথনে ও ফুরাসাওয়ে।

ঘড়ি

বাদুড়
অসীম ধৈর্যে ভরা,
নিষ্ঠুরতায় কম না
বিশেষত সব
দাবাড়ে কিংবা প্রেমিকজনের বেলায়

তবু
অনুকূল বটে
পৌনে তিন বা সোয়া নটা বাজে যখন,
কেবল তখনই যেন আমাদের জড়িয়ে ধরতে চায়

ঘোষণা : হাভানার চিড়িয়াখানা

প্রাগিতিহাসের জাদুঘর—সবার জন্ত খোলা—রবিবার ছাড়া প্রতিদিন—
ভাষা : ইংরেজি স্পেনীয় এবং রুশ ।

সানন্দে এই ঘোষণা জানাই, দেখুন
এসেছে এখানে নতুন নমুনা অনেক :
জুরা পাহাড়ের বিরাট পাখির ফসিল
দু-ডানায় যার আজও দেখা যায়
রকেটক্ষেপণ প্যাড ।
আছে আণবিক কুঠারেরও এক গুচ্ছ
আনুষ্ঠানিক মহাশূন্যের মুখোশ
বা তেজস্ক্রিয় স্ফটিকের গড়া মুদ্গর ।
আর শেষমেশ, আছে এক উড়োজাহাজ

(প্লিওসিন যুগ থেকে
বহু খুঁজে ফেরা শিকার)

দুষ্প্রাপ্য এ জিনিস ।

হাভানা, পাঁচুই জুন ।

—অধ্যক্ষ

বাগ্মী

এই যে বাগ্মীদল।
কেউ-কেউ এরা নানা রাজ্যের
বিজয়ী। অন্য কেউ-বা
অলিম্পিকেরও জয়ী। অন্যেরা
তেমন কিছু-না, এমনকী নয় বাগ্মীও।

ভিন্ন রকম পালক এদের।
তবে কি না ওতে ঘিনঘিনে এক
হলুদের রঙই চড়া।
বুঝতেই পারো,
মাথার ভিতরে লণ্ডভণ্ড সব।

ভদ্রমহিলা, ভদ্রমহোদয়রা,
কমরেডদল!
স্নেহের ছোটোরা,
সভাপতি মহাশয়,
শ্রদ্ধেয় যত অভ্যাগতেরা,
মানী অতিথি ও সঙ্গীসাথিরা,
বিমুগ্ধ আমি
আজ রাত্রেই প্রথম
কিছু যে বলতে পারব তা যেন আশা না-করেন কেউ
আমাকে বলতে দিন
জানি না কীভাবে পারব
কত যে আলাদা! মহান্ কলম্বাস,
বিগতের সংসারে

তারপরে যেন খেপে ওঠে আর কুলকুচো করে
(অল্প দু-চার) বাড়তি শব্দে

আর তারপর আবার
অনুষ্ঠানের শুরু,

ভদ্রমহোদয়েরা
কিছু যে বলতে পারব
মেয়ের ছোটোরা মানী
যুদ্ধ
বিগত কীভাবে পারব
কলম্বাস।

স্বপ্ন

রাতের এ-প্রজাপতি
মাথার উপরে চক্কর দিয়ে ফেরে।
মড়ার উপরে শকুনের মতো প্রায়।

(রাখা আছে যেটি এখানে
সে তো নিতান্ত সাধারণ এক স্বপ্ন।)

তবু
আশা করে আছি বছরের শেষে
অথবা হয়তো আগেই
এসে যাবে এক জাহাজ বাছাই স্বপ্ন
নারী ও পুরুষ।

আফ্রিকা থেকে বাক্সপাঁচেক বিষাক্ত মাছি চেয়ে
অর্ডার গেছে পরশু।

গরিলা

ঠিক যেন প্রায় মানুষেরই মতো
গরিলা নামের জানোয়ার।
পায়ে থাবা নয়, পা-ই বলা যায় প্রায়
হাতে থাবা নয়, হাতই বলা যায় প্রায়।
এ যা বলছি তা
বনের গরিলা, মেলে যা আফ্রিকায়।
তোমার সামনে এই জানোয়ার
এও যেন প্রায়
পুরোপুরি এক গরিলা।
পায়ের বদলে পায়ে থাবা আছে এর।
হাতের বদলে হাতে থাবা আছে এর।
এ যা দেখাচ্ছি
গরিলা আমেরিকার।
আমাদের মহা চিড়িয়াখানার জন্য।
ধরেছেন একে ভ্রাম্যমাণ
প্রতিনিধি আমাদের।

অ্যাটম বোমা

এই হলো বোমা। তাকিয়ে দেখুন।
ঘুম দিচ্ছেন। দয়া করে কেউ
না যেন খোঁচান
বেতে বা লাঠিতে, কাঠিতে, কাঁটায়,
পাথরে। খাওয়ানো
বারণ।

হাত সামলান, সামলে রাখুন
চোখ।

(অধ্যক্ষ তো
এই বললেন, নোটিসও দিলেন,
কথা শুনল না অবশ্য কেউ,
এমনকী মন মন্ত্রীমশাই।)
বড়ো ভয়ানক বিপদ
এখানে এ জন্তুটা।

ধ্রুবতারা

ধ্রুবতারা ওই
নিরবধি যায় গলে।
এক কোটি টন
(হিম আলো আর গ্যাস বা বরফ)
আর আরও-কিছু প্রতিদিন ধরে
বিশাল এ-জন্তুর
শরীরের থেকে ঝরে।
ওদিকে তাকাও যদি,
দেখবে কীভাবে আমাদের যত
উদ্ধারকারী দল
রাশকরা সব তুলো দিয়ে ফাঁকা
শূন্য ভরাচ্ছেন।
অবশ্য সেটা যথেষ্ট নয়
খুব বেশি হলে বছর চারেক পরে
নভোনাবিকের দল
আঁধার সাগরে হাতড়ে বেড়াবে দিক্‌দিশাহারা পথ
কতখানি যায় বলো!

এরই জন্য তো সবচেয়ে বেশি খরচ
আর ঠিক একে টিঁকিয়ে রাখাই সকলের চেয়ে কঠিন

প্রস্থান

আজকের মতো বেড়ানো খতম।
কাল একদিন আবার
ফিরে আসব এ-চিড়িয়াখানায় আমরা।
পিছনের দিকে (বাঁয়ে)
ওই ফলকের দাগ ধরে-ধরে এগোন
প্রস্থান
Exit
Sortie

কী আমাদের জাত

কী আমাদের জাত, আর ধর্মই বা কী
মাটি ছেনে যখন ইটের পাঁজা বানাচ্ছি
যে-ইট দিয়ে তৈরি হবে তোমাদের ওই ঘর
খিদেয় ধুঁকে বইছি যখন শস্য এ বুকভর !

কী আমাদের জাত, আর ধর্মই বা কী
মাটির তলা থেকে যখন কয়লা ওঠাচ্ছি
কাশতে কাশতে জীবন যায়, শরীরও হয় ক্ষয়
গরম ভাপে হাপর যেন চলে অন্ত্রময় ।

কী আমাদের জাত, আর ধর্মই বা কী
ভেজা জমির ওপর যখন লাঙল চালাচ্ছি
কণামাত্র খাবার যখন পাই না খেতে নিজে
পাথর দিয়ে মূর্তি বানাই কড়া রোদের নীচে ।

কী আমাদের জাত, আর ধর্মই বা কী
ফুলের ডালা যখন তোমার সামনে সাজাচ্ছি
তোমাদেরই জন্য যখন কাগজ বানালাম
তার ওপরে লিখবে বলে রাম রাম রাম ।

কী আমাদের জাত, আর ধর্মই বা কী
জুতোর জন্য কত জীবের মুণ্ডু খসাচ্ছি,
রাঁধবে খাবে বলে বানাই থালা বাটি গ্লাস
নিজের জন্য পাই না যখন সামান্য এক গ্রাস ।

কী আমাদের জাত, আর ধর্মই বা কী
চুল কামিয়ে দিচ্ছি যখন হবে সন্ন্যাসী
ধুচ্ছি যখন ওই তোমাদের কাপড়জামার কাদা
ফিরিয়ে দিতে হবে ব'লে জুঁইয়ের মতো শাদা।

তোমাদের এই দাপ্পা বাপু চলবে না তো আর
উই খেয়েছে কুরে তোমার মনোবলের সার!
থুবড়ে-পড়া হদ্দ বুড়ো ওই তোমাদের রথও
নড়তে চড়তে পারে না আর, চূর্ণ এবং গত।

টুকরো থেকে টুকরো আরও করতে যদি চাও
ভাবো যদি ভিন্ন করে দেবে সবার জাত—
তোমাদের যে দিন ঘনাল ভাবো সেই কথাও
ঘাম ঝরিয়ে এক হয়েছি, মেলাচ্ছি সব হাত।

আমাদের গ্রাম

বলতে শুনেছি ওদের
যে,
ঠাণ্ডা বাতাসও পেয়েছে গরম রক্ত
নুড়ি পাথরেরা জীবন্ত হয়ে জেগেছে
শুকনো ডালেরা ঘুরে বেড়াচ্ছে আশাময়, নির্ভয়।
এই আমাদের গ্রাম
হয়েছে কি তবে স্রোতোময় আজ
আর
নদীতে কি কেউ
তুলেছে নতুন ঢেউ?

বলতে শুনেছি ওদের
যে,
লাল পিঁপড়েরা বাড়িয়ে তুলেছে শক্তি
বাদুড়েরা ফিরে গিয়েছে অন্ধ কোটরে
প্রতি দরজায় রেখে দিয়ে গেছে ঘৃণিত সরীসৃপ।
এই আমাদের গ্রাম
জ্বলে উঠেছে কি প্রতিহিংসায়
আর
অজগরদের দমে গেছে বুক
নেমে গেছে তার মুখ?

বলতে শুনেছি ওদের
যে,
তরুলতা সব বিলিয়ে দিচ্ছে ফল
ছাগেরা দিচ্ছে প্রচুর টাটকা দুধ
পাহাড় বা বন কোলে তুলে দেয় আশ্রয়।
এই আমাদের গ্রাম
জন্ম দিল কি আলোর শিশুকে.
আর
লুকিয়েছে তাকে আবার জরায়ু
স্বপ্নেরও হলো শুরু?

বলতে শুনেছি ওদের
যে,
স্রোতের ওপরে কুমির তুলেছে পিঠ
স্রোত ছুটে যায় ঢেউয়ে ঢেউয়ে তলোয়ার
নানা কোণ থেকে হাতিয়ার আসে ছুটে।
এই আমাদের গ্রাম
অঙ্কুশ হয়ে ওঠে কি সটান

আর
ঢেউয়ের আঘাতে ছোটে জল আর
ভেঙে যায় নদীপাড় ?

বলতে শুনেছি ওদের
যে,
গাঁয়ের আকাশ ছেয়ে গেছে খাকি মেঘেদের দঙ্গলে
মেঘের দুর্গ ফেটেছে তড়িৎশিখাতে
অশনি-আঘাতে ছিন্নভিন্ন মেঘ
এই আমাদের গ্রাম
হঠাৎ কি তবে ঝরাচ্ছে বাজ
আর
দেয়ালগুলিকে
ভেঙে নামাচ্ছে আজ ?

বলতে শুনেছি ওদের
যে,
অজ পাড়াগাঁয়ে পৌছল লাল গানের ছন্দমিল
আরও লাল হয়ে উঠেছে রক্ত ভুখা এ মানুষদের
গ্রামেগ্রামান্তে ছড়িয়ে গিয়েছে শিখা।
এই আমাদের গ্রাম
তবে কি মস্ত বিপ্লবে ওঠে দুলে ?
আর
মা আমার তবে দিয়েছে কি আজ
যুদ্ধপতাকা তুলে ?

পরিণাম

আমি নই কোনো ডানাহারা পাখি
একা-পড়ে-থাকা পিছে
চেয়ে দেখো ওই পাখার উড়াল
খোলা আকাশের নীচে।

নই আমি কোনো অসহায় উট
মুমূর্ষু তৃষ্ণাতে
দিইনি সময় মরূদ্যানের
আশা বা তপস্যাতে।

আমি নই সেই একাকী তারকা
রাত্রিপ্রতীক্ষায়
চাঁদের সোনালি আলোয় যে শেষে
পাণ্ডুর হয়ে যায়।

নই আমি সেই হালভাঙা আর
দিকদিশাহীন নাও
বলি না কখনো : 'হে বরুণদেব
উদ্ধার করে যাও।'

কে আমি, কে তবে আমি ?
কী আমার নাম, কোথায় বা বাস ?
কী আমার কাজ, কোন্ নিশ্বাস ?

মাথা থেকে পায়ে অস্ত্র-সাজানো
তুখাই আমার নাম
সীমাহীন শুধু ছড়িয়ে যাওয়ায়

আন্দোলনের শ্বাসের হাওয়ায়
বিপ্লবে পরিণাম।

পিছনে ফেলে

ছুটে যাচ্ছে স্রোত, দ্রুত থেকে আরও দ্রুত
আর এপার থেকে উড়ে যাচ্ছে সারস
ও-গাছ বেয়ে উঠে যাচ্ছে বাঁদর।
কিন্তু তুমি বলছ, ঢেউ গোনা শেষ হয়ে গেলে
তারপর অবশ্যই এসে মিলবে আমাদের সঙ্গে।
ভাই হে,
আমাদের পাশ দিয়ে ধেয়ে যাচ্ছে স্রোত
পিছনে ফেলে যাচ্ছে আমাদের অসহায় আর ভয়াতুর

তুমি আমাদের

তুমি আমাদের, তুমি আমাদেরই লোক
জীবিকার দায়ে পুলিশ, বেশ, তা হোক—
সবকিছু ছেড়ে সংগ্রামে যারা জড়ো
সেই বুকে কেন বুলেট নিশানা করো ?
এ ভাবে বাঁচা তো বেঁচে থাকা নয় ভাই—
তুমি আমাদের, তুমি আমাদেরই লোক।

কবরে এগোয় বুড়ো বাপ-মার পা
পাথর বইছে ছোটো ভাইবোনরা

খিদেয় শুকিয়ে গিয়েছে নাড়ির টান
তোমারই আপনজনেরা দিচ্ছে প্রাণ
কেন সেই বুকে বুলেট নিশানা ভাই—
তুমি আমাদের, তুমি আমাদেরই লোক।

বিলাসব্যসনে কারও দিন যায় কেটে
কোটি কোটি লোক মরে রোগে-তাপে খেটে
ভুখাদল আজ বিদ্রোহে উঠে আসে
তোমাকেও তারা চায় যে তাদের পাশে
জীবিকার দায়ে পুলিশ, বেশ, তা হোক—
তুমি আমাদের, তুমি আমাদেরই লোক।

মানুষ তো তার আশা দিয়ে থাকে ঘেরা।
কথা না বলতে দেয় যদি হুজুরেরা
জেনে নাও সেই অসহায় সত্যকে—
এই সরকার এই শঠ-প্রতারকে
আস্থা রেখো না, এ তো বাঁচা নয় ভাই—
তুমি আমাদের, তুমি আমাদেরই লোক।

দানবের দল হয়েছে যখন প্রভু
অভাবে তখন হৃদয় অশ্রুসাগর
তোমারও কপালে না আছে উঠোন, না ঘর
দরিদ্র বটে, যন্ত্র তো নও তবু—
আপনজনের প্রাণ নিতে পারো ভাই?
তুমি আমাদের, তুমি আমাদেরই লোক।

তোমারই আপনজনেরা রয়েছে বনে
যত শকুনেরা নেমেছে সিংহাসনে
বন্দুক-তুলে দিয়েছে তোমাকে শেষে

ভুলো না যে ওরা দুশমন এই দেশের!
জীবিকার দায়ে পুলিশ, বেশ, তা হোক—
তুমি আমাদের, তুমি আমাদেরই লোক

নতুন প্রজন্মের কাছে

এই আমার প্রজন্মকে বইতে হচ্ছে বিরাট এক ভার, কোনো দেশেই যা
বয়নি কেউ আগে, এদেশেও বয়নি কোনো আশাবাদী আর,
যে ভার কখনো নামানো যায় না, বোঝানো যায় না লিখে
এমনই সে ভার!
এই আমার প্রজন্ম কেবলই এগিয়ে চলে ঠিক আর যথাযথ পথে,
মানুষের রথ সে চালিয়ে নিয়ে চলে তলোয়ারের এমন নতুন
ঝলকানিতে, অন্য কোনো যুদ্ধে কোনো বীরকে যা করতে হয়নি
আগে। ছুটিয়ে দিয়েছে সে পেশির তন্দ্রা, তীক্ষ্ণ করে তুলেছে তার বোধ।
এই আমার প্রজন্ম কখনো খেলাপ করে না কথার. কোনো ভুল নয়, সে
ভালোই জানে তার কাঁটাভরা পথে কেউ ছড়িয়ে রাখেনি কোনো জুঁই,
জানে এক ঘূর্ণি আর মরুভূমি ছাড়া কোনো রেশমি তাঁবুর নীচে
আশ্রয় নেই তার, জানে যে এড়াতে হবে স্নেহভালোবাসার সব
চারু অনুভব, ছেড়ে যেতে হবে সঙ্গীসাথি, অমান্য করাই চাই
মা-বাবার অনুনয়, আর এ-সবেরই উপর ভিত করে গড়ে তুলতে
হবে আগামী দিনের সব প্রাসাদ, জানে যে একবার যদি ডাক দেয়
যুদ্ধ তবে আর সমঝোতা নেই, এরই লক্ষ্যে চলা ছাড়া পৃথিবীর
পথ নেই আর
ঠিক, এই আমার প্রজন্ম জানে এর সবই, খেলাপ করে না তার কথার।

বন্দে মাতরম্

প্রিয়তম মাতৃভূমি আমার,
তুমিই আমার জনক, জননী, তুমি আমার ঈশ্বর !
এমন তোমার ধরণ
যা ফুর্তি পায় নষ্টদের বিছানায় উঠে
এমন তোমার মোহন
যা বাঁধা রাখে তোমার প্রতি অঙ্গ দুনিয়ার বাজারে
এমন তোমার যৌবন
যা ঘুমিয়ে পড়ে টাকাওয়ালাদের আলিঙ্গনের মাঝখানে
এমন তোমার তন্দ্রা
তোমার-দিকে-ছুঁড়ে-দেওয়া ফুৎকারে বা ধুলোতেও যা ছোটে না
মা আমার, তুমিই সেই ভারতী
যিনি সইতে পারেন শস্যোন্মুখ মাঠ খুবলে-খাওয়া
ধাড়ি ইঁদুরগুলিকে
মা আমার, কী সবুজ তোমার ছবি, শস্যশ্যামল রমণীয় ফসল
যা পৌঁছয় না কারও মুখে
বন্দে মাতরম্ ! বন্দে মাতরম্ !

তোমারই সেই সাহস
যা উদোম হয়ে বেরিয়ে পড়ে পথে কেননা তোমার
কাপড় দিয়ে বানিয়ে দাও টুকরো টুকরো নিশান
তোমারই সেই কষ্ট
যা ঋণের পরে ঋণে গড়া প্রাসাদগুলির মধ্যে
বেড়ালের মতো হন্যে হয়ে বেড়ায়
তোমারই সেই দুঃখ
যা তোমার শুকিয়ে যাওয়া স্তনের দিকে উঠে আসা
শিশুদের দিতে পারে না কোনো সান্ত্বনা
তোমারই সেই ঝকমকি আর ঝলকানি

না খেয়ে মরবার মুখেও যা ধার-করে-আনা
পালকের গয়নায় ঝলসে ওঠে !

ভারতী, মা আমার, আমাকে বলো
কোথায়, কোন্ লক্ষ্যে তুমি চলেছ ?
বন্দে মাতরম্ ! বন্দে মাতরম্ !

আমাকে উঠতে দাও সাক্ষীর কাঠগড়ায়

আমার এ মামলা এমন নয় যে তার বিচার হবে একটা কোনো দেশের
একটা কোনো আদালতে
কালো-কোটদের নীলরঙা কারেন্সি নোট দিয়ে—
আমাকে উঠতে দাও সাক্ষীর কাঠগড়ায়।

যখন তোমাদের মাকে বলো মা
সে তো বলে কেবল বিশ্বাসের আর অন্য সবার স্বীকৃতির ওপর ভর করে
কিন্তু, আমি জিজ্ঞেস করি, তোমাদের মধ্যে নিশ্চিত কে জানে।
কে তোমাদের গর্ভে ধারণ করেছিলেন দশ মাস ?
আমি, স্রষ্টাকে বিদ্রূপ ক'রে পাপী,
আমি বলছি তোমাদের ভিতর দিকে ঘুরে যেতে
আর প্রশ্ন করতে নিজেদের
আমি দাবি করছি।
আমি বলছি তোমাদের
আর বলতে বলতে, আমি আসছি তোমাদের দিকে।

কেমন করে এটা হয়
মানুষের ওপর সমস্ত বিশ্বাস ধ্বংস করে দিয়ে।
আমাকে বলছ ঈশ্বরের নামে শপথ নিতে ?

নির্দোষ আর অপরাধীদের জন্য একই তোমাদের আইন।
নাস্তিকে তোমরা ইঁদুরের মতো নামিয়ে দাও উকিলের টাকার গর্তে
আমাকে জানতে দাও তোমাদের কাজের সীমা-সরহদ্দ
আমাকে উঠতে দাও সাক্ষীর কাঠগড়ায়।

কাগজ কলম নিয়ে তৈরি হও তোমরা
তোমাদের আইনের পুঁথি বিষয়ে লিখে নাও আমার প্রতিবাদ
নীতির কি কোনো দেশ বা সীমান্ত আছে ?
নারীপুরুষের ভিন্নতার বাইরে
অন্তহীন যুক্তিবিচারের বাইরে
জরুরি কেবল মানুষ, রক্ত, জীবন
কিসের জন্য, আমি জিজ্ঞেস করি, মন্দিরে মসজিদে গির্জায় ধর্মীয় নেতাদের
এতসব বিশ্বাস
খিদে, স্বপ্ন, বাসনা, চোখের জল
মানুষের মরমিয়া জ্ঞান
সব একাকার।
যেমনই হোক মাটি
সমস্ত পৃথিবী একই রকম
যিনিই হোন মা, একই রকম মধুর বুকের দুধ।
কেন চেয়ে আছো আমার দিকে
এত বিহ্বল
এত বিস্মিত
মামলা করো আমার নামে যেন আমি উন্মাদ
আমাকে উঠতে দাও সাক্ষীর কাঠগড়ায়।

জন্মভূমির অভিজাত্যে উদাসীন
আমি প্রশ্ন করি আমার বড়োদের জ্ঞানবুদ্ধি নিয়ে
ভালোর সুবাস ছড়িয়ে যাবে বিশ্বের শেষ প্রান্ত অবধি।
ভাবী জন্মের মানুষ চিনতে পারবে তাকে

গুপ্ত কবিতায় জমে আছে আবেগের আগুন
প্রতিটি অনুকণায় জ্বলে উঠছে তার অদম্য শিখা
তবুও, আমাকে উঠতে দাও সাক্ষীর কাঠগড়ায়।

বিচার তো তোমাদের
জেল তো তোমাদের
কেন তোমরা ভয় পাও
তোমাদের মনের হর্ম্যে অন্তহীন যুগের ঊর্ণাজাল
প্রতিদিনের চূড়োয় ঝাপট দেওয়া কবুতরের ওপর
ঝরে পড়ছে প্রতিমুহূর্তের মধুর আকাঙ্ক্ষাগুলি
কেন তোমরা কেটে ফেল না মাথা ?
ভেঙে দাও তোমাদের ঘরের চার দেয়াল আর বানাও তাদের পুবপশ্চিম
উত্তরদক্ষিণের প্রধান চার দিক
কেবল তখনই তোমরা হতে পারো পৃথিবীর যোগ্য নাগরিক।

আমি জানি
তোমাদের রাতের পোশাক থাকে না দিনে আর দিনের পোশাক মিলিয়ে যায় রাতে
মত্ত তোমাদের গৃহিণীরা
রান্নাঘরের গরম জলে জ্বাল দিচ্ছে ভাবনা
স্বর্গ লুকিয়ে রাখছে শাড়ির পৌনে টুকরোয়।
ধিক ধিক, কে তোমরা ?
কেন তোমরা হাসো ?
'তোমরা' মানে তুমি আর আমি যখন অন্যেরা আমাদের বলে
তোমার হৃদয় আর আমার হৃদয় যেন চিররুদ্ধ পর্বতের গুহা
আমাকে উঠতে দাও সাক্ষীর কাঠগড়ায়।

আমার হৃদয় থেকে বেরিয়ে আসছে পাহাড়প্রমাণ সংশয়
যে বিশ্বশান্তি আমরা চেয়েছিলাম যুদ্ধে কি তা চাপা পড়ে যাবে ?
মিথ্যে কি এ যন্ত্রণা ?

সমস্ত দেশের সমস্ত ভূমিতে মানুষ কি জন্মায় না এক স্তূপ শিশুর শরীর নিয়ে ?
যে-কোনো দেশের যে-কোনো ভূমিতে
মধ্যরাতের ঘুমন্ত ঘরের নিহিত কথাটা এক
পৃথিবীকে দেখায় যেন নগ্ন এক পাথরখণ্ড
ঈশ্বরের যথার্থ নাম, আমি বলি, নগ্নতার প্রেমিক
আমি বলি, বলছি আমি
বলতে বলতে আসছি
আর তাই, আমাকে উঠতে দাও সাক্ষীর কাঠগড়ায় ।

ডেভিড দিয়োপ

আফ্রিকা (আমার মাকে)

আফ্রিকা আমার আফ্রিকা
হে আমার প্রাচীন গাথার দর্পিত বীরদের আফ্রিকা
দূরের নদীকূলে বসে ঠাকুমা যার গান করেন
সেই আফ্রিকা আমার
কখনোই আমি জানিনি তোমাকে
কিন্তু আমার চোখ ভরে আছে তোমার রক্তে
মাঠে মাঠে উপচে পড়া তোমার অপরূপ কালো রক্তে
তোমার ঘামের রক্তে
তোমার পরিশ্রমের ঘামে
তোমার দাসত্বের পরিশ্রমে
তোমার সন্তানের দাসত্বে
আফ্রিকা বলো আমায় আফ্রিকা
এই কি তোমার বেঁকে যাওয়া পিঠ
অপমানের ভারে নিচু হয়ে থাকা
কেঁপে ওঠা লালদাগে ভরে ওঠা পিঠ
দুপুরের পথ বেয়ে চাবুকে সম্মত
আর তখনই কোনো এক গাঢ় স্বর জানায় আমাকে
আবেগে অধীর হে সন্তান দেখো ওই তরুণ সমর্থ গাছ
তাকাও তাকিয়ে দেখো
শাদা ঝরেযাওয়া ফুলে কীরকম একা মহিমায়
তোমার আফ্রিকা ওই জেগে উঠছে আফ্রিকা আবার
ধৈর্যে আর দৃঢ়তায় জেগে উঠছে আবার
সেইসব ফল নিয়ে অল্পে অল্পে যা আবার খুঁজে নেবে
মুক্তির কষায় স্বাদ যত !

বের্টোল্ট ব্রেখ্‌ট

পড়তে জানে এমন এক মজুরের প্রশ্ন

কে বানিয়েছিল সাত দরজঅলা থীব্‌স্ ? বইয়ে লেখে রাজার নাম।
রাজারা কি পাথর ঘাড়ে করে আনত ?
আর ব্যাবিলন এতবার গুঁড়ো হলো, কে আবার গড়ে তুলল এতবার ?
সোনা-ঝকঝকে লিমা যারা বানিয়েছিল তারা থাকত কোন্ বাসায় ?
চীনের প্রাচীর যখন শেষ হলো সেই সন্ধ্যায় কোথায় গেল রাজমিস্ত্রিরা ?
জয়তোরণে ঠাসা মহনীয় রোম।
বানাল কে ? কাদের জয় করল সীজার ?
এত যে শুনি বাইজেনটিয়াম, সেখানে কি সবাই প্রাসাদেই থাকত ?
এমনকী উপকথার আটলান্টিস, যখন সমুদ্র তাকে খেল
ডুবতে ডুবতে সেই রাতে চিৎকার উঠেছিল ক্রীতদাসের জন্য।
ভারত জয় করেছিল তরুণ আলেকজাণ্ডার।
একলাই না কি ?
গল্‌দের নিপাত করেছিল সীজার। নিদেন একটা রাঁধুনি তো ছিল ?
বিরাট আর্মাডা যখন ডুবল, স্পেনের ফিলিপ কেঁদেছিল খুব।
আর কেউ কাঁদেনি ?
সাত বছরের যুদ্ধ জিতেছিল দ্বিতীয় ফ্রেডারিক।
কে জিতেছিল ? একলা সে ?
পাতায়-পাতায় জয়
জয়োৎসবের ভোজ বানাত কারা ?
দশ-দশ বছরে এক-একজন মহামানব
খরচ মেটাতে কে ?
কত সব খবর !
কত সব প্রশ্ন !

বই পোড়ানোর উৎসব

সরকার থেকে যখন হুকুম এল যে বিপজ্জনক কথায় ভরা
বইগুলিকে পোড়াতে হবে প্রকাশ্যেই, আর সমস্ত জায়গায়
বইবোঝাই গাড়ি টানতে টানতে বলদগুলি চলল
চিতার দিকে, নির্বাসিত এক কবি,
প্রথম সারির একজন, পোড়ানো বইয়ের তালিকা দেখে
খেপে গেলেন, কেননা তাঁর বইগুলিকে
এরা ভুলে গেছে। রাগের ডানা ঝাপটে দৌড়োলেন তিনি লেখার টেবিলে
আর কর্তাদের কাছে লিখলেন এক চিঠি।
আমাকে পোড়াও, ঝড়ের বেগে লিখলেন তিনি, পোড়াও আমাকে।
এ কী ব্যবহার আমার সঙ্গে। ছেড়ে দিয়ো না আমায়।
আমি কি সবসময়ে সত্যই বলিনি আমার লেখায়? আর এখন
তোমরা আমাকে বানিয়ে তুলছ মিথ্যাবাদী! হুকুম করছি!
পোড়াও আমায়।

অজেয় লিপি

প্রথম মহাযুদ্ধের দিনগুলোয়
সান কার্লোতে ইতালীয় জেলের এক খুপরিতে
কিছু সৈন্য মাতাল আর চোর যেখানে বন্দী
সেখানে সোশ্যালিস্ট এক সৈনিক কপিং পেন্সিলে একদিন আঁচড় কাটল দেয়ালে:
'দীর্ঘজীবী হোন লেনিন!'

ধূসর খুপরিতে, আবছা কিন্তু বিশাল হরফে
কথাগুলি লেখা
জেলারমশাই দেখলেন, দেখে এক বালতি চুনসুদ্ধ
পাঠালেন এক মিস্তিরি

ছোটো একটা বুরুশে সে চুনকাম করে দিল ওই ভয়ংকর লিপি
কিন্তু সে তো কেবল অক্ষরগুলির ওপরেই বুলিয়েছিল চুন
তাই এখন খুপরির ওপরদিকে চুনেই জলজ্বল করছে :
'দীর্ঘজীবী হোন লেনিন !'

তারপর এল আরেকজন বড়োসড়ো এক বুরুশ নিয়ে
গোটা দেয়ালে বুলিয়ে দিল চুন
ফলে বেশ খানিকক্ষণ দেখা গেল না কিছু. কিন্তু সকালবেলা
চুন শুকিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই ফুটে উঠল সেই লিপি, আবার :
'দীর্ঘজীবী হোন লেনিন !'

জেলারমশাই এবার এক খোদাইকর পাঠালেন
হাতে তার ছুরি
ছুরি দিয়ে সে কেটে-কেটে তুলে ফেলল একের পর এক অক্ষর
ঘণ্টাটেক জুড়ে
কাজ যখন ফুরোল, খুপরির মধ্যে রইল কেবল
বর্ণহীন
কিন্তু দেয়ালে গভীর করে কুঁদে তোলা অজেয় সেই লিপি :
'দীর্ঘজীবী হোন লেনিন !'

সৈনিকটি বলে ওঠে : এবার তবে দেয়ালটাকেই ভাঙো !

নেতারা যখন

নেতারা যখন শান্তির কথা বলেন
সাধারণ লোকে বোঝে
আসছে লড়াই ।

নেতারা যখন লড়াইকে নিয়ে শাপশাপান্ত করেন
জারি হয়ে গেছে কুচকাওয়াজের হুকুম ততক্ষণে ।

অন্ধকার দিন

অন্ধকার দিনগুলিতে
তখনও কি গান থাকবে কোনো ?
অবশ্যই থাকবে তখন গান
অন্ধকার দিনের।

জওয়ানের বৌ

আর জওয়ানের বৌটি কী পেল বলো
পুরোনো শহর রাজধানী প্রাহা থেকে ?
প্রাহা থেকে পেল পায়ের জন্য শুধু হিলতোলা জুতো
অভিনন্দন, সুখবর দ্রুত, আর হিলতোলা জুতো
পেয়ে গেছে বৌ রাজধানী প্রাহা থেকে।

আর জওয়ানের বৌটি কী পেল বলো
খাঁড়ির ওপারে অসলো শহর থেকে ?
অসলো শহর থেকে পেল শুধু গায়ে জড়াবার ফার
আশা করি এতে সুখ হবে তার, গায়ে জড়াবার ফার
পেয়ে গেছে বৌ অসলো শহর থেকে।

আর জওয়ানের বৌটি কী পেল বলো
ধনীর শহর আমস্টারডাম থেকে ?
আমস্টারডাম পাঠিয়েছে এক মাথায়-দেবার টুপি
এতে ওকে ভালো দেখাচ্ছে খুবই, ওলন্দাজের টুপি
পেয়ে গেছে বৌ আমস্টারডাম থেকে।

আর জওয়ানের বৌটি কী পেল বলো
বেলজিয়ামের ব্রুসেল্‌স্‌ শহর থেকে ?
ব্রুসেল্‌স্‌ থেকে সে পেয়ে গেছে এক দুর্লভতম লেস
যা পেলে হৃদয়ে সুখ তো অশেষ, দুর্লভতম লেস
পেয়ে গেছে বৌ ব্রুসেল্‌স্‌ শহর থেকে ।

আর জওয়ানের বৌটি কী পেল বলো
আলো-ঝলমল পারীর শহর থেকে ?
পারীর থেকে সে পেয়ে গেছে এক রেশমি কোমল গাউন
যার কথা নিয়ে মাতে গোটা টাউন, রেশমি কোমল গাউন
পেয়ে গেছে বৌ পারীর শহর থেকে ।

আর জওয়ানের বৌটি কী পেল বলো
দক্ষিণ থেকে, দূর বুখারেস্ট থেকে ?
বুখারেস্ট থেকে পেয়ে গেছে তার ঢিলেঢালা এক জামা
আজব মজার পা-অবধি-নামা, রুমানীয় এই জামা
পেয়ে গেছে বৌ দূর বুখারেস্ট থেকে ।

আর জওয়ানের বৌটি কী পেল বলো
তুষারে তুষারে ভরা রুশদেশ থেকে ?
রুশদেশ থেকে পেয়েছে সে তার বিধবার কালো বেশ
শোকাতুর তাকে মানিয়েছে বেশ, বিধবার কালো বেশ
পেয়ে গেছে বৌ তুষারের দেশ থেকে ।

মানবধর্ম

মাথার জোরে মানুষ বেঁচে থাকে
মাথাই তবু যথেষ্ট নয় বটে ।

খুব বড়ো জোর দেখতে পাবে উকুন
তাকাও যদি নিজের নিজের জটে।

কেননা আজ যে-দুনিয়ায় আছি
কেউ সেখানে যথেষ্ট নই চতুর।
লক্ষ করে দেখিনি কক্ষনো
ভাঁওতা এবং মিথ্যেতে সব ফতুর।

নিজের জন্য বানিয়ে নাও ছক
দুই চোখে যা লাগিয়ে দেবে ধাঁধা—
পরেই আবার পালটে বানাও নতুন
কিন্তু কোনো কাজেই লাগবে না তা।

কেননা আজ যে-দুনিয়ায় আছি
কেউ সেখানে যথেষ্ট নই পাজি।
তবুও যাকে মানবধর্ম বলো
ভিতরে তার কতই রত্নরাজি!

ভাগ্য এবং সুখের পিছে ধাও
কিন্তু তাকে দৌড়লে কি পাবে?
ধাইছে সবাই, ভাগ্য এবং সুখও
তাদের পিছে ধাইছে একই ভাবে।

কেননা আজ যে-দুনিয়ায় আছি
কেউ সেখানে যথেষ্ট নই নরম।
কাজেই যাকে মানবধর্ম বলো
ভাঁওতা সেটা, ভণ্ডি সেটা চরম।

সত্যি বলতে, মানুষ তো নয় ভালো—
কাজেই ওদের হাঁড়িতে দাও লাথি।
ঠিকমতো সে দুচার লাথি খেলে
হতেও পারে অল্পস্বল্প খাঁটি।

কেননা আজ যে-দুনিয়ায় আছি
কেউ সেখানে যথেষ্ট নই সৎ।
কাজেই এসো ঠাণ্ডা মাথায় সবাই
লাথিয়ে ভাঙি এ ওর হাঁড়ি-ঘট।

শয়তানের মুখোশ

দেয়ালে আমার এক জাপানি খেলনা ওই
চার দিকে সোনাখচা শয়তানের দানব মুখোশ।
গভীর করুণাভরে আমি দেখি ওর
কপালের স্ফুরিত ধমনী—
পাপে কী কঠিন শ্রম বেশ বোঝা যায়!

'মা' নাটক থেকে

[মায়ের কাছে বিপ্লবী শ্রমিকদের গান]

সাফ করে যাও জামাকাপড়
সাফ করে যাও, শেষে
দম ফুরোলে দেখতে পাবে
সব গিয়েছে ফেঁসে।

রাঁধো বাড়ো খাও, হাঁড়িতে
যা পারো সব দাও

টান পড়লে টাকাকড়িতে
ঝোল হয়ে যায় জল।

যেমন পারো খেটেপিটে
হিসেব করো, জমাও।
টান পড়লে টাকাকড়িতে
সবকিছু অচল।

যাই করো না
যথেষ্ট না
চলে না সংসার
দিনে দিনেই বাড়তে থাকে ভার,
এভাবে আর নয়, তো তোমার
কী আছে করবার ?

তুষারঝড়ে পাখি যেমন
হতাশ অসহায়
শিশুর খাবার খুঁজে দেবার
দিকদিশা না পায়
পায় শুধু পথ দুঃখ পাবার তেমনি তোমার হায়-হাহাকার
জমছে হতাশায়।

যাই করো না
যথেষ্ট না
চলে না সংসার
দিনে দিনেই বাড়তে থাকে ভার।
এভাবে আর নয়, তো তোমার
কী আছে করবার ?

সব মেহনত পণ্ড তোমার
জোড়াতালির খেলা—
পাবার যা নয়, এইভাবে যায় পাওয়া ?
টান পড়লে টাকাকড়িতে যথেষ্ট না এসব রীতি।
হেঁসেলভরা মাংস যে নেই, তার
হেঁসেল ঠেলে হয় না প্রতিকার।

যাই করো না
যথেষ্ট না
চলে না সংসার
দিনে দিনেই বাড়তে থাকে ভার।
এভাবে আর নয়, তো তোমার
কী আছে করবার ?

—

[কিংকর্তব্যের গান]
সামনে তোমার শূন্য থালা, বেশ,
কেমন করে খাবে ?
তোমার ওপর ভার, এ গোটা দেশ
ওলটাবে পালটাবে,
যতক্ষণ না থালা-থালা খাবার
নিজের মতো পাবে।

কাজ নেই তাই বেকার তুমি, বেশ,
কেমন করে খাবে ?
তোমার ওপর ভার, এ গোটা দেশ
ওলটাবে পালটাবে,
যতক্ষণ না সমস্ত কাজ পাবার
সব অধিকার তোমার মুঠোয় যাবে।

হাসুক ওরা বলুক শক্তিহীন—
সময় নষ্ট কোরো না আর, কাজ।
কী করবে সেই ভাবনা করো আজ
দেখো সবাই চলছে কি না ঠিক।
আসছে তোমার কথা বলার দিন
হাসবে অনেক সেদিন শক্তিহীন।

—

[ছেঁড়া জামার গান]

যখন ছেঁড়ে জামা
তোমরা ছুটে এসে বলো, চলবে না আর, না না
সবাই মিলে চাই প্রতিকার, হাত লাগানো চাই
হুড়মুড়িয়ে ছুটতে থাকো খোদ মালিকের কাছে।
আমরা মরি শীতে
তোমরা ফেরো বুক ফুলিয়ে
দুহাত মেলে দেখাও কেমন জিৎ
জোড়াতালির বাহার।
বাহা! তাপ্পি হলো বেশ—
কিন্তু বলো কোথায় গেল
আস্ত জামা?

খিদেয় করি হা হা
তোমরা ছুটে এসে বলো, চলবে না আর, না না
সবাই মিলে চাই প্রতিকার, হাত লাগানো চাই
হুড়মুড়িয়ে ছুটতে থাকো খোদ মালিকের কাছে।
আমরা মরি খিদেয়
তোমরা ফেরো বুক ফুলিয়ে
দুহাত মেলে দেখাও কেমন জিৎ
টুকরো রুটির আহার।
বাহা! টুকরো হলো বেশ—

কিন্তু বলো কোথায় গেল
আস্ত রুটি ?

তাপ্পিতে না, চাই আমাদের
আস্ত জামা
টুকরোকে নয়, চাই আমাদের
আস্ত রুটি
এক টুকরো কাজ শুধু নয়, চাই আমাদের
সমস্ত কারখানা
কয়লা এবং লোহার খনি
গোটা এ দেশ
সব আমাদের চাই
তার বদলে বাপু
কী আমাদের দিচ্ছ হে তোমরা ?

—

[লেখাপড়ার গুণকীর্তন]
গোড়ার থেকে পড়ো
দল চালাতে হবে তোমায়, পড়ো
দেরি হয়নি, পড়ো
পড়ো বাপু অ আ ক খ, এটুকু নয় যথাযথ
তবু পড়ো, হাল ছেড়ো না, পড়ো
সব জানতে হবে, শুরু করো
হাল ধরতে হবে তোমায়, ধরো ।

নির্বাসনের মানুষ তুমি, পড়ো
জেলখানাতে বন্দী মানুষ, পড়ো
হেঁসেলঘরের গিন্নিবান্নি, পড়ো
অবসরের বুড়ো তুমি, পড়ো
হাল ধরতে হবে তোমায়, ধরো ।

ঘর নেই যার, খোঁজো তোমার স্কুল
কাঁপছ শীতে, জানো জ্ঞানের মূল
খিদেয় কাতর, ধরো তোমার বই
অস্ত্র হবে ও-ই
হাল ধরতে হবে তোমায়, ধরো।

শুধাও, কোনো ভয় কোরো না ভাই
বিশ্বাসে আর ভর কোরো না
নিজের চোখে দেখো।
নিজের থেকে শেখোনি যা
জানো না তার কিছু।
হিসেব করো পাওনাদেনা
শুধতে হবে তোমায়।
সবকিছুকেই তর্জনীসংকেতে
প্রশ্ন করো কোথায় থেকে এল
হাল ধরতে হবে তোমায়, ধরো।

—

[পাভেলের গান]
ওদের হাতে আইন, নিয়মকানুন
ওদের হাতেই প্রায়শ্চিত্ত, জেল
(না-ই বললাম পি-ডি-অ্যাক্টের কথা।)
দারোগাসাহেব জজসাহেবও হাতে।
পয়সাকড়ি কামায় হুকুম ধরে থামায়
বেশ তো, কীই-বা তাতে।
ভাবছে এতেই করতে পাবে কার ?
ধ্বংস হয়ে যাবার আগে (খুব দেরি নেই তার)
দেখবে ওরা কীর্তি ওদের সমস্ত চুরমার।

ওদের হাতে কাগজ, ছাপাখানা

ওদের হাতেই কণ্ঠরোধ, মার
(না-ই বললাম রাজাউজিরের কথা ।)
পাণ্ডা পুরুত মাস্টারেরাও হাতে ।
পয়সাকড়ি কামায়   হুকুম ধরে থামায়
বেশ তো, কী-ই-বা তাতে ।
সত্যে ওদের এতই কি ভয় তবে ?
ধ্বংস হয়ে যাবার আগে (খুব দেরি নেই তার)
দেখবে ওরা কীর্তি ওদের সমস্ত চুরমার ।

ওদের হাতেই গোলাবারুদ, ট্যাঙ্ক
মেশিনগান অথবা হাতবোমা ;
(না-ই বললাম লাঠিগদার কথা ।)
সৈন্য পুলিশ সবই ওদের হাতে ।
পয়সাকড়ি না পায় তবু হুকুম ধরে থামায়
বেশ তো, কী-ই-বা তাতে ।
ভাবছে ওদের শত্রু তবে এতই শক্তি ধরে ?

বলছে ওরা 'একপা দুপা এল রে ওই, এবার
থামা ওদের থামা ।'
দিন আসছে, খুব দেরি নেই তার
দেখবে ওরা কোনো কিছুই লাগছে না আর কাজে
বুকভাঙা স্বর বেরিয়ে আসবে 'থামো' কিন্তু ওদের
গোলাবারুদ সোনাদানাও বাঁচাতে পারবে না ।

—

[মায়ের আবৃত্তি]

দুজন হলে সে তো অনেক বেশি
সবাই যদি যায় তো চমৎকার
ওর অন্তত যাওয়াটা খুব চাই ।

অত্যাচারের মাত্রা যখন বাড়ে
হতাশ অন্য সবাই
ওরই তখন উথলে ওঠে সাহস।

মাইনেকড়ি চাই কিংবা চায়ের জন্য জল
রাজ্যেরও চাই দখল—
ও-ই ঘটিয়ে তোলে এসব লড়াই।

জিগেস করে, ধনসম্পদ
কোথায় থেকে এলে?
জিগেস করে, ধনসম্পদ
কার কী কাজে লাগো?

সব যেখানে চুপ
ও-ই সেখানে বলবে গলা খুলে
দমন পীড়ন অত্যাচারের মুখে
সবার যখন ভাগ্য নিয়ে বিলাপ
ও-ই সেখানে বলবে কার কী নাম।

সামনে নিয়ে বসে খাবার থালা
সঙ্গে বসে জ্বালা
নষ্ট গলা রুটি বা তরকারি
তুমড়ে আছে সমস্ত ঘরবাড়ি।

যত দূরেই তাড়াক ওকে
বিদ্রোহ যায় পাশে,
ওরা ওকে সরালে দেশ জুড়ে
ছড়িয়ে যাবে অশান্ত বিক্ষোভ।

—

[কম্যুনিজমের গুণকীর্তন]

এ পথটাই ঠিক, সবাই বোঝে । সহজ ।
তুমিও যদি মালিক না হও ঠিক বুঝবে ।
এতেই তোমার ভালো ; ব্যাপারটা সব জানো
নষ্টে একে নষ্ট বলে বোকায় বলে বোকা
এতেই বরং নষ্ট হবে বোকামি-নষ্টামি ।
হুজুরেরা বলেন একে দুষ্কৃতি
আমরা জানি
এ-ই অবসান দুষ্কৃতির
পাগলামি না
এ-ই অবসান পাগলামির
সমস্যা না
এই হলো শৃঙ্খলা
সোজা, খুবই সহজ
কঠিন কেবল ঘটিয়ে তোলার দায় ।

—

[মায়ের সংলাপ]

শ্রেণীশত্রুর কাঁধে কাঁধ দিয়ে লড়াই করো ?
শ্রমিকবিরোধী বানাও শ্রমিকদের ?
তিল তিল করে আত্মবিলোপে গড়া এ সংগঠন
ধূলিসাৎ করে দেবে ?
অভিজ্ঞতাও ভুলে গেছে এরা সব ।
ভুলে গিয়েছে যে এক হয়ে যত দুনিয়ার মজদুর
শ্রেণীশত্রুকে রুখে দাঁড়াচ্ছে আজ ।

—

[ভ্লাসোভার গুণকীর্তন]

এই আমাদের বন্ধু ভ্লাসোভা, দারুণ লড়িয়ে ।
খাটতে জানেন, বুদ্ধিও খুব, নির্ভর করা চলে ।
নির্ভর করি সংগ্রামে আর বুদ্ধি দেখান শত্রুদের

খাটতে জানেন বিক্ষোভে। অপরিহার্য সামান্য কাজ
খুঁটিয়ে করেন তক্ষুনি।
যেখানেই তাঁর সংগ্রাম তিনি কোনোখানে নন একলা
ওঁরই মতো খাটতে জানেন বুদ্ধিও খুব নির্ভর করা চলে
এম্‌নি কত-না ছড়িয়ে আছেন গ্লাসগো লিঅন
সাংহাই শিকাগোতে
অথবা কলকাতায়
এ-বিপ্লবের অপরিহার্য অচেনা কত-না
যোদ্ধা।

—

[বিপ্লবী শ্রমিকদের গান]

ওঠো, পার্টির বিপদ!
তুমি তো ধুঁকছ, পার্টি যে যায়-যায়।
অবলা, তবুও তোমাকেই চাই আমরা
ওঠো পার্টির বিপদ।
আমাদের নিয়ে সংশয় করেছিলে;
আর সন্দেহ নয়, আমরা যে
এসে গেছি কিনারায়।
কটু কথা খুব বলেছিলে পার্টিকে,
আর কোনো কথা নয়, আমরা যে
ধ্বংসের কিনারায়।

ওঠো, পার্টির বিপদ।
ওঠো, চটপট ওঠো।
তুমি যে ধুঁকছ, তবু তোমাকেই চাই।
মরা চলবে না, সাহায্য করা চাই।
এড়িয়ে থেকো না, যুদ্ধে চলেছি আমরা
ওঠো, পার্টির বিপদ!

—

[খাদ্যের আবৃত্তি]

যতদিন বাঁচো, কখনো বোলো না 'না'।
নিশ্চিত নয় যাকে নিশ্চিত ভাবো।
ঠিক একইভাবে থাকবে না কিছু আর
প্রভুদের কথা সাঙ্গ হয়েছে, আজ
প্রজাপুঞ্জের গলা তুলবার দিন।
কার এ সাহস, কে বলে 'কখনো না'?
কার দোষে এত নিপীড়ন? সে তো আমাদেরই।
কার দায় এই শাসন ধ্বংস করবার? সে তো আমাদেরই।

মার খেয়ে যারা পড়ে আছো নীচে একবার উঠে দাঁড়াও
হেরে গেছ বলে ভাবো যারা আজ আবার ঝাঁপিয়ে পড়ো
যে মানুষ তার দশ দিক জানে কে পারে ঠেকাতে তাকে
আজ নিপীড়িত কাল সে-ই হবে জয়ী
'কখনো না' থেকে করে দাও তাকে 'এখনই'।

প্রশ্ন

লিখো আমায় গায়ে কী দাও। পাও তো ঠিক ওম?
লিখো আমায় কেমন ঘুমোও। নরম তোশক পাও?
লিখো আমায় কেমন আছো। দেখতে একই রকম?
লিখো আমায় কী চাও তুমি। আমার দুহাত চাও?

বলো আমায়: একা থাকতে দেয় কি তোমায় ওরা?
বেরিয়ে আসতে পারো? ওদের পরের চালটা কী?
কী করছ? সেইটেই তো, উচিত যেটা করা?
কিসের কথা ভাবছ এখন বলো, সে কি আমি?
কেবল এসব প্রশ্নই তো করতে পারি, আর

যে-উত্তরই আসুক সেটা শুনে যেতেও হবে।
ক্লান্ত যদি হও তো আমার কী আছে করবার
কিংবা যদি খিদের জ্বলো। তাই মনে হয়, কবে
পৃথিবীতে ছিলাম আমি! ছিলাম না কক্ষনো
আমার কাছে যেন তোমার স্মৃতিও নেই কোনো।

একটি কবিতা

এবার চলো হালকা পায়ে
আদ্যিকালের শহরে ঐ ভাঙা স্টেজে
ধৈর্য রাখো
নির্মমতায় দেখাও যখন
কোন্‌টা ঠিক।
বুদ্ধি করে খুলে বোঝাও
আহাম্মকি।
হৃদয় রেখো যখন রটে ঘৃণা।
হুমড়ি খাওয়া বাড়িটাকে দিয়ে বোঝাও
প্ল্যানটা কেমন মূলেই ছিল গোলমেলে।
কিন্তু যারা বুঝবেই না
তাদের
কী আর ভরসা
সোনামুখই দেখাও।

শ্রমিক অভিনেতাদের উদ্দেশে

এই যে এসেছ তোমরা মঞ্চে দাঁড়াবে বলে, তোমরা আগে
বলো আমাদের: লাভটা ঠিক কী?

মানুষের সামনে নিজেকে দেখাতে চাও
দেখাতে চাও কী করতে পারো তোমরা, তুলে ধরতে চাও
যা কিছু দেখার যোগ্য...
আর ভাবো যে লোকেরা
বাহবায় ভরে দেবে তোমাদের কেননা তাদের
ভাসিয়ে নিয়েছ খুদে তাদের জগৎ থেকে বিশাল ভুবনে, যেন তৃপ্তিভরে
পাহাড়চূড়োয় এসে ঝিমঝিম করে ওঠে মাথা, আবেগ ভরাট হয়ে ওঠে।
আর এইবার তোমাদের কাছে জানতে চাই : লাভটা ঠিক কী ?

কেননা এখানে, নীচে এই আসনগুলিতে
তোমাদের দর্শকেরা মেতে গেছে তর্কে, বলে উঠছে কোনো কোনো গোঁয়ার :
কখনোই ঠিক নয় তোমাদের নিজেকেই দেখানো কেবল, দেখাবার কথা ছিল
সমস্ত পৃথিবী। বলে তারা : আরো একবার কী লাভ এসব দেখে
এই লোক কেমন কাতর হতে পারে, এ মেয়েটা হতে পারে কত-বা হৃদয়হীন
কিংবা পেছনের ও-লোকটি শয়তান রাজার মতো হতে পারে কেমন সহজে।
ভাগ্যের নির্মম চাপে অল্প কিছু মানুষের
কিছু ভঙ্গি কিছু মুদ্রা নিয়ে নিরন্তর এই প্রদর্শনায় লাভটা ঠিক কী ?

যা তোমরা দেখিয়ে যাও সে শুধু ভাগ্যের বলি। বাইরের ক্ষমতার হাতে
আর ভিতরের প্রবৃত্তির হাতে অসহায় বন্দীদের মূর্তিই দেখাও শুধু।
কুকুরের মতো তারা লুফে নেয় সুখ
যেন কোনো অদৃষ্টের হাত থেকে ছুঁড়ে দেওয়া আশাতীত টুকরো এক রুটি, আর
করুণাও ঝরে পড়ে উঁচু থেকে, ঠিক যেন গলার উপরে এসে ঝুলে পড়ে আচমকা ফাঁস।
কিন্তু আমরা, নীচের আসন থেকে এই দর্শকেরা
তোমাদের নানা ভঙ্গি আর হাত-পা নাড়ায় চমৎকৃত
ঝকঝকে ঘূর্ণমান চোখ মেলে দেখি
তোমাদের হাতফেরতা স্বেচ্ছাপ্রদ সুখ আর
অদম্য করুণা।

না—নীচের এ সারি থেকে অতৃপ্তিতে আমরা চেঁচিয়ে উঠি—
ঢের হলো। ওসব চলবে না আর। এখনো কি শোনোনি যে
সকলেই জানে আজ মানুষই বুনেছে আর মানুষই ছুঁড়েছে এই জাল?
সব দিকে, সাগরের উপকূলে একশো তলার কোনো শহরের ধার থেকে
আড়াআড়ি ভেসে যাওয়া জাহাজের টানে
নিভৃত পল্লীরও দিকে কথাটা ছড়িয়ে গেছে আজ:
মানুষের নিয়তি মানুষ। তাই
তোমাদের বলি আমরা, আমাদের একালের অভিনেতা তোমরা, বলি
সবকিছু ছুঁড়ে ফেলবার এই কালে, প্রকৃতির ওপর
এমন-কী মানবপ্রকৃতির ওপর অসীম এ প্রভুত্বের কালে
আমরা বলি নিজেদের পালটে নাও তোমরা, আর মানুষের পৃথিবী যেমন
যেভাবে গড়েছে তাকে লোকে আর পালটাতেও পারে তাকে যেরকম ভাবে
তেমনি দেখাও তাকে।

মোটের ওপর এই হলো দর্শকের কথা। অবশ্য সকলে ঠিক
এইভাবে বলে যে তা নয়। ঝুলেপড়া কাঁধে
কুঁজো হয়ে বসে থাকে কেউ, তাদের কপালে বলিরেখা
যেমন পাথুরে জমি বারবার হল দিয়ে টেনে লাভ হয় না কোনো।
প্রতিদিন অফুরান প্রতিঘাতে দুমড়ে গিয়ে তারা আজ লুব্ধ হয়ে চাইছে সেসব
অন্যদের কাছে যা ঘৃণার। ঝিমধরা চেতনাকে
একটু চনমনে করে তোলা। অল্পকিছু শক্ত করে নেওয়া
শিথিল ধমনী। সহজ রোমাঞ্চ। যে-পৃথিবী জয় করতে পারবে না তারা
তার থেকে তুলে নিয়ে যাবে যেন কোনো জাদুহাত। অভিনেতা, এর
কোন্ দর্শককে চাও তুমি? আমি বলি: ওই
অতৃপ্তদের।

কিন্তু কীভাবে ঘটবে সেটা? মানুষের এই
দল বেঁধে বেঁচে থাকা ছবি কীভাবে আঁকবে যাতে আরও বোঝা যায়
আরও বেশি অধিকার করা যায় তাকে? কীভাবে

নিজেকেই না দেখিয়ে
কিংবা জালেবাঁধা অন্তদেরই হাবভাব না দেখিয়ে শুধু
পারা যায় ? কীভাবে দেখানো যায় আজ
নিয়তির জাল বোনা, জাল ছুঁড়ে দেওয়া ?
আসলে যা মানুষেরই বোনা মানুষেরই হাতে ছুঁড়ে দেওয়া ? প্রথমেই
তোমাকে জানতে হবে দেখার শিল্পকে।

তুমি, অভিনেতা
অন্য সব শিল্প ছেড়ে আগে তোমাকে আয়ত্তে পেতে হবে
দেখার শিল্পকে।

কেননা, দেখতে কেমন তুমি, সেটা নয়
জরুরি কেবল আজ কী তুমি দেখেছ আর কী তুমি দেখাতে পারো ঠিক।
যা তুমি যথার্থ জানো সেটাই জানার যোগ্য শুধু।
লোকে লক্ষ করে দেখতে চায়
তুমি ঠিক দেখেছ কতটা।
যে শুধু নিজেকে দেখে সে কখনো মানুষ জানেনি।
নিজেকে নিজের থেকে লুকোবার ব্যাকুলতা তার। আর
সে যতটা, অন্য কেউ ততখানি সুচতুর নয়।

তাই, তোমার শেখার শুরু হোক
বেঁচে থাকা মানুষের কাছে। তোমার প্রথম স্কুল হোক
তোমারই কাজের জায়গা, বাসস্থান, শহরের যে অঞ্চলে থাকো তুমি,
পথঘাট, দোকানপসার। দেখো সব লোকজন
লক্ষ করে দেখো. পরিচিতদের দেখো অপরিচয়ের চোখ দিয়ে
অজানাকে জেনে নাও যেন তারা খুবই জানা লোক।

ওই যে একজন তার ট্যাক্স দিচ্ছে, দেখো। যারা ট্যাক্স দেয়
তাদের সবারই মতো নয় ও, যদিও সবাই

ও-রকমই অনিচ্ছায় দেয়। বাস্তবিকই,
এ কাজে দাঁড়িয়ে থেকে ও ঠিক নিজেরও মতো নয় সব সময়।
আর ওই একজন নিচ্ছে সেই ট্যাক্স।
যে দেয় তার চেয়ে ও কি খুবই ভিন্নতর কেউ ভাবো?
সেও যে কখনো ট্যাক্স দেয় তাই শুধু নয়, আরও কোনো কোনো
মিল পেতে পারো এ দুজনে। আর ওই মহিলাটি
সমস্ত সময়ে অত রূঢ়ভাষী নন, আবার উনিও
সকলেরই কাছে অত মায়াময়ী হয়ে নেই সমস্ত সময়ে। আর ওই যে
দাপুটে অতিথি, ওর কি দাপটই শুধু আছে? বুকে ভয়ও নেই?
আর ওই নির্জীব মহিলা, বাচ্চাটার জুতো নেই যার
ওরই কি শক্তির তন্ত্র দিয়ে জেতা যায়নি সাম্রাজ্য বিশাল?
ওই দেখো, আবার সে গর্ভবতী। আর, কখনো কি দেখেছিলে তুমি
সুস্থতা কখনো আর ফিরবে না জানবার পর রুগ্ণ মানুষের মুখচ্ছবি?
অথচ যে জানে সেও ভালো হতে পারত যদি কাজ করতে না হতো? দেখো ওকে
জীবনের বাকি দিনগুলি শুধু উলটে যায় বই
যে বই শেখায় ওকে কীভাবে বানানো যায় পৃথিবীকে বাসযোগ্য গ্রহ।
ভুলো না পর্দারও ছবি, কিংবা কাগজেরও ছবিগুলি। দেখো
কীভাবে ওদের কথা বলা, হাঁটা, ওই যারা
পাশবিক শাদা হাতে ধরে আছে তোমাদের নিয়তির সুতো।
ঠিকভাবে লক্ষ করে যেতে হবে এই সবই। কল্পনায় দেখো
যা-কিছু তোমার চারদিকে ঘটছে, সমস্ত সংঘাত
ঠিক যেন ইতিহাসে ঘটে যাচ্ছে বলে। তাকে দেখে যাও, কেননা সেইভাবে
তোমাকে দেখাতে হবে মঞ্চে এই সব।
চাকরি পাবার যুদ্ধ, ওই লোক আর তার প্রিয়ার মধুর বা তিক্ত আলাপন,
বই নিয়ে তর্ক, নিরাশ্বাস অথবা বিদ্রোহ, চেষ্টা আর নিষ্ফলতা
এই সবই তোমাকে দেখাতে হবে যেন ইতিহাসে ঘটেছিল সব।
(এমনকী যা এখানে ঘটে যাচ্ছে এ মুহূর্তে, সে ছবিটা
ভাবতে পারো এইভাবে, একজন
বাস্তুহারা নাট্যকার তোমাদের কাছে এসে

শেখাচ্ছে দেখার শিল্প।)

দেখার জন্য
শিখতে হয় তুলনা। তুলনার জন্য
জানতে হয় দেখা। দেখার মধ্য দিয়ে
জেগে ওঠে জ্ঞান ; আবার, দেখার জন্যও
চাই জ্ঞান। আর
অসম্পূর্ণ তার দেখা যে জানে না কীভাবে
দেখাকে প্রয়োগ করা যাবে। পথচলতি মানুষের চেয়ে
তীক্ষ্ণতর চোখ নিয়ে আপেলগাছের দিকে তাকায় যে বানিয়েছে ফল
কিন্তু কেউই মানুষকে জানে না ঠিকমতো যতক্ষণ সে না জানে
মানুষের নিয়তি মানুষ।

মানুষের ব্যবহারে লাগা
দেখার এ শিল্প হলো মানুষের সঙ্গে ব্যবহার-শিল্পের
এক শাখা। অভিনেতা, তোমাদের কাজ হলো এই
মানুষের সঙ্গে অন্য মানুষের আচারের পথ খুঁজে দেওয়া, শেখানো সে পথ।
তাদের প্রকৃতি জেনে, তাদের সামনে তা দেখিয়ে, তাদের
শেখাও কীভাবে তারা নিজেদের সঙ্গে করবে ব্যবহার। শেখাও তাদের
দল বেঁধে বাঁচার মহৎ শিল্প।

হ্যাঁ, শুনতে পাচ্ছি তোমরা বলছ :
আমরা বিব্রত নির্যাতিত, পরাধীন শোষিত আমরা যারা
অজ্ঞানের অন্ধকারে বেঁচে আছি নিরাপত্তাহীন
আমরা কী করে পাব ওদের উজ্জ্বল দৃষ্টিকোণ, ওই যারা পথিকৃৎ আবিষ্কারক
কুক্ষিগত করে নিতে চায় বলে অন্য দেশ যারা ভরে দেয়
সামরিক প্রদক্ষিণে? আমরা তো শুধু
আমাদের চেয়ে বহু ভাগ্যবানদের হাতের পুতুল হয়ে বেঁচে আছি।
ফল ফলাবার গাছ থেকে কীভাবে-বা আমরা হঠাৎ

মালী হয়ে যেতে পারি আজ?
ঠিক তাই
ঠিক সেই শিল্প আজ শিখে নিতে হবে তোমাদের, তোমরা যারা
অভিনেতা, কর্মী একাধারে।

কাজে যদি লাগে তবে কোনোটাই শিখে নেওয়া
অসম্ভব নয়। প্রতিদিনকার কাজে যা তুমি দেখতে পাও
তার চেয়ে বড়ো কোনো দেখার ক্ষমতা নেই কারো।
চিনে নাও ওস্তাদের দক্ষতা ও দুর্বলতা, মেপে নাও
সহকারীদের যত ভাবনা ও অভ্যাস—
কাজে লেগে যাবে। মানুষের কথা ছাড়া
কীভাবে ঘটানো যাবে শ্রেণীসংগ্রাম? তোমাদেরই মধ্যে দেখি
সবচেয়ে দড় যারা, তারাই ঝাঁপিয়ে পড়ে নবচেতনার দিকে
যে জ্ঞান দেখার শক্তি বাড়িয়ে তুলেছে তার দিকে
নতুন জ্ঞানের দিকে। এরই মধ্যে তোমরা অনেকেই
দলবাঁধা মানুষের রীতিনীতি বুঝে নিতে চাও, এরই মধ্যে
তোমাদের শ্রেণী তার সমস্যার নিরসনে বদ্ধপরিকর,
আর সে তো নিরসন
সব মানুষেরই। শুধু এভাবেই—শিখে ও শিখিয়ে দিয়ে সব—
শ্রমিকের অভিনেতা
তোমাদের একালের মানুষের সমস্ত সংগ্রামে আজ
নিতে পারো দায়, শুধু এভাবেই
তোমার নিষ্ঠায় আর জ্ঞানের আনন্দ নিয়ে তুমি
সকলের মধ্যে আজ জাগিয়ে তুলতে পারো সংগ্রামের বোধ আর
ন্যায়ের আবেগ।

প্রিয়াকে নিয়ে

১ জানি আমি, প্রেয়সীরা : আমার উদ্দাম জীবনের জন্য
ঝরে যাচ্ছে চুল আর আমাকে ঘুমোতে হয় পাথরের
ওপর। দেখো আমি সবচেয়ে শস্তা মদ খাই আর নগ্ন হয়ে
হেঁটে যাই হাওয়ায় হাওয়ায়।
২ কিন্তু একটা সময় ছিল, প্রেয়সীরা, যখন আমিও ছিলাম শুদ্ধ।
৩ আমারও ছিল এক নারী, আমার চেয়েও তার জোর ছিল
বেশি, যেমন ষাঁড়ের চেয়ে অনেক সমর্থ হলো ঘাস :
আবার দাঁড়িয়ে ওঠে সে।
৪ সে দেখল আমি এক বদমাস, আর ভালোবেসে ফেলল আমাকে !
৫ প্রশ্ন করেনি সে এপথ কোথায় নিয়ে যাবে, কী বা তার পথ, হয়তো-বা তা
পাহাড়ে গড়িয়ে যাবে। যখন সে দেহদান করল আমাকে,
বলল সে : এই-ই সব। তারই শরীর হলো আমারও শরীর।
৬ এখন সে কোথাও নেই, বৃষ্টির পরে মেঘের মতো গেছে সে মিলিয়ে,
যেতে দিলাম আমি আর সে তলিয়ে গেল নীচে,
কেননা সেই-ই তার পথ।
৭ কিন্তু রাত্রিবেলা, কখনো কখনো, যখন আমাকে তোমরা
পানরত দেখো, আমি দেখি ওর মুখ, বাতাসে পাণ্ডুর, দৃঢ়,
ঘোরানো আমার দিকে, আর আমি ওকে সম্ভ্রম জানাই এই
হাওয়ায় হাওয়ায়।

মাকে নিয়ে

১ যন্ত্রণা শুরু হবার আগে তার মুখের রেখা মনে আনতে পারি না আর এখন। ক্লান্তভাবে, হাড়জাগা কপাল থেকে পিছনদিকে সরিয়ে দেন কালো চুলের ধারা, আজও যেন দেখতে পাই সে-সময়ের হাত।

২ এক কুড়ি শীত তাঁকে ত্রস্ত করে গেছে, দুঃখ তাঁর অক্ষৌহিণী, কাছে আসতে লজ্জা পেত যম। তারপরে মৃত্যু হলো, আর ওরা টের পেল ওঁর শরীরটা নিতান্ত এক শিশুর মতো যেন।

৩ বেড়ে উঠেছিলেন উনি অরণ্যে।

৪ মুমূর্ষু ওঁর মুখের দিকে দীর্ঘ সময় তাকিয়ে থেকে কঠিন হলো যে-মুখগুলি, তাদেরই মাঝখানে উনি মারা গেলেন। ওঁর দুঃখ ভেবে ওঁকে ক্ষমা করল লোকে, কিন্তু উনি ধ্বসে যাবার আগে কেবল তাকিয়ে ফিরছিলেন ওসব মুখে মুখে।

৫ অনেকেই আছেন যাঁরা ছেড়ে গেলেন যাঁদের আমরা বাধা দিইনি। যা-কিছু বলার ছিল বলেছি তা সবই, আমাদের মাঝখানে আর কিছু নেই, কঠোর হয়েছে মুখ আমাদেরও বিদায়ের কালে।

৬ জরুরি অনেক কথা কেন-বা বলিনি হায়, কতই সহজ হতো সেটা, কিন্তু আমরা হতভাগ্য কখনো বলিনি। সহজ যে-কথাগুলি, এসেছিল ঠোঁটের ডগায়, হাসতে গিয়ে পড়ে গেল তারা, আজ তারা দম বন্ধ করে দেয় আমাদের।

৭ এবার মারা গেলেন আমার মা, গতকাল সন্ধের দিকে, পয়লা মের দিনে। কেউ আর নখ দিয়ে খুঁড়ে আনতে পারবেই না ওঁকে।

ডিম্ববর্তী ভাইসব

আমাদের বসবাস এক ডিমের মধ্যে,
শত্রুদের নাম লিখে
আর নোংরা ছবি এঁকে
ভরে ফেলেছি খোলসের ভেতরটা
তা-দেওয়া হচ্ছে আমাদের

যে-ই দিক
সে তা-দিচ্ছে আমাদের পেন্সিলগুলিকেও
ডিম ভেঙে বেরুতে পারলেই
একদিন তারও ছবি
এঁকে ফেলব আমরা।

ধরে নিচ্ছি যে আমাদের তা-দেওয়া হচ্ছে
ভাবছি কোনো ভালোমানুষ ধরণের মোরগ
আর যে মুরগী তা-দিচ্ছে আমাদের
তার রঙ নিয়ে আর জাত নিয়ে
লিখে ফেলছি ইস্কুলের রচনা।

খোলস ভেঙে বেরুব কখন ?
ডিমের মধ্যে আমাদের মহর্ষিরা
অল্পস্বল্প মাইনের জন্যে
ইনকুবেশনের সময় নিয়ে তর্ক জোড়েন,
একটা দিনও তাঁরা ঠাউরেছেন, ধরা যাক 'ক'।

ক্লান্তিতে আর তেমন-তেমন দরকারে
বানাতে হলো এই ইনকুবেটর।
ডিমের ভেতরকার কাচ্চাবাচ্চা নিয়েই ভাবিত আমরা
যিনি আমাদের দেখাশোনা করেন
এই পেটেন্টটি তাঁকে দিতে পারলে ভালো লাগবে।

কিন্তু আমাদের মাথার ওপর আছে ছাত।
বাহাত্তুরে খোকারা,
বহুভাষা-পারংগম ভ্রূণের দল
কিচিরমিচির করতে থাকে সারাদিন
এমনকী স্বপ্ন নিয়ে কথাবার্তা বলে।

তবে এমন যদি হয় যে তা-দেওয়া হচ্ছে না?
যদি এ খোলস না-ই ভাঙে কোনোদিন?
এমন যদি হয় যে আমাদের আঁকিবুঁকিই হলো দিগন্ত?
আর তেমনি যদি থেকে যায় চিরকাল?
আশা তো করা যাক যে তা-দেওয়া চলছে।

আর কেবল তা-দেবার কথাও যদি বলি
এ ভয় থেকেই যায় যে খোলসের বাইরে
কারো একদিন দিব্যি খিদে হবে
আমাদের ফাটিয়ে একটু নুন দিয়ে ঢেলে দেবে সসপ্যানে—
ডিম্ববর্তী ভাইসব, তখন কী করা?

স্তেফান গেয়র্গে

প্রত্যাবর্তন

ফিরে এল আত্মজ আমার
চুলে তার কবেকার সমুদ্রবাতাস আছে লেগে।
বিভীষিকা ঢেকে রাখে যেন
ভ্রমণের স্ফূর্তি আর চপল গতির ভঙ্গ তার।

কপোলের বাদামি বিভায়
আজও যেন লেগে আছে লবণছটার কত দাহ,
যেন কোনো তীব্র এক ফল
অচেনা সূর্যের চাপে বন্য ঘ্রাণে দ্রুত পরিণত।

দৃষ্টি তার মন্থর, আতুর,
কিসের গোপন ভারে আমি কোনোদিন জানব না।
ঈষৎ মেঘাচ্ছন্ন যেন
ও' ওর বসন্ত থেকে এল আমাদের বৃষ্টিদিনে।

এত দীর্ঘ খুলে গেছে কলি
যেন আমি তার দিকে চেয়ে দেখি বড়ো ভয়ে ভয়ে
ওই মুখ থেকে বাকি দূরে
ও-মুখ নিয়েছে খুঁজে অন্য কোনো চুম্বনের মুখ।

দুই বাহু দিয়ে রাখি ঘিরে
কিন্তু সে নিঃসাড়ে কবে চলে গেল আরেক ভুবনে
সরিয়ে নিয়েছে তাকে দূরে
আমারই সে বটে, তবু আমার অসীম ব্যবধানে।

গেয়র্গ হেইম

যুদ্ধ (১৯১১)

ছিল দীর্ঘ সুপ্তিতলে, বহুদিন, যুগযুগান্তর,
আজ উঠে দাঁড়াল সে ছেড়ে শূন্য অতল গহ্বর।
শালপ্রাংশু অগোচর সে দাঁড়ায় গোধূলিছায়ায়,
দুই কৃষ্ণ করতলে চন্দ্রকলা চূর্ণ করে যায়।

মুছে যায় নগরীর সান্ধ্য কলতান চারিধারে
বিরূপ আঁধার থেকে ঝরে-পড়া ছায়ায়, তুষারে।
বিপণির ঘূর্ণ্যতাল চকিতে তুহিন, নীরবতা;
এ ওর মুখের দিকে তাকায়, বোঝে না কোনো কথা।

পাশের গলিতে যেন কে মৃদু রেখেছে কাঁধে হাত,
কী শুধায়। সব চুপ। কোন্ মুখে পাংশু বর্ণপাত।
কোথায় ঘণ্টার ক্ষীণ রিনিরিনি শিহরায় দূরে
তীক্ষ্ণ চিবুকের প্রান্তে ভয় যেন কাঁপে শ্মশ্রু জুড়ে।

এদিকে তো সে উদ্দাম পাহাড়ে পাহাড়ে নৃত্যরত,
বিকট চিৎকার—'ওঠো যোদ্ধদল, ধাও শত্রু যত'!
আর সে নিকষ মাথা যখন ঝাঁকায় ঝন্‌ঝন্
সহস্র করোটিমালা ঘিরে তোলে সুতীব্র স্বনন।

সে যেন মিনার, মুছে নিয়ে যায় শেষতম জ্যোতি
যেথা দিন ধাবমান, শোণিতপ্রবাহে ভরে নদী,
আর অগণন দেহ পড়ে থাকে পরিত্যক্ত বনে—
মৃত্যুর বিশাল পাখি ঢেকে দেয় শ্বেত-আস্তরণে।

নিশীথে সে গ্রামময় লেলিহান আগুনের শিখা,
লোহিত শ্বাপদ যেন, দারুণ মুখের বিভীষিকা।
অন্ধকার দীর্ণ করে ছুটে আসে রাত্রির ভুবন
প্রান্তে তার দাউদাউ যেন অগ্নিগিরি-হুতাশন!

আর সমতলে কীর্ণ কত-না শাণিত দীর্ঘাকার
কম্পমান শিরস্ত্রাণ। আন্দোলিত পথের দুধার
পলায়নে শঙ্কাতুর সবারে সে আচম্বিতে ধরে,
ছুঁড়ে ফেলে গর্জমান তরঙ্গিত শিখার ভিতরে।

আর শিখা জ্বলে যায় জীর্ণ করে বনবনান্তর
পীতাভ বাদুড়গুলি লীন দগ্ধ পাতার উপর,
সে তার ঘৃণিত দণ্ডে ছিন্ন করে তরুশাখাদলে
যেন অবিরাম তীব্র, তীব্রতর শিখা তার জ্বলে।

ধূসর ধূম্রের জালে বিরাট নগর গেল ভরে
শব্দহীন আত্মাহুতি যেন কোন্ পাতালজঠরে।
জ্বলন্ত ধ্বংসের স্তূপ, উপরে সে অব্যাহত স্থির,
প্রত্যাহত জ্যোতির্ময় ঝঞ্ঝাছিন্ন মেঘমেখালির

উপরে আকাশ মস্ত, শূন্য হিম বিষম আঁধার,
সব দিকে ঘোরায় সে জ্বলন্ত মশাল তিনবার,
দাবদাহে শুষ্ক করে দিতে হবে রজনী শীতল—
নষ্ট নগরীর বুকে ঢালে তাই গন্ধক, অনল।

জাক প্রেভের

পারিবারিক

মা বসে বুনছেন
ছেলে করছে যুদ্ধ
তিনি ভাবছেন এ তো স্বাভাবিক ভাবছেন মা
আর বাবা   তিনি কী করছেন   বাবা ?
তিনি করছেন ব্যাবসা
তাঁর স্ত্রী বসে বুনছেন
তাঁর ছেলে যুদ্ধ
তিনি ব্যাবসা
তিনি ভাবছেন   এ তো স্বাভাবিক   ভাবছেন বাবা
আর তাঁর ছেলে   আর তাঁর ছেলে
ছেলেটি কী দেখছে   ছেলেটি ?
সে কিছু দেখছে না   কিছুই দেখছে না ছেলেটি
তার মা বসে বুনছেন   তার বাবা ব্যাবসা   সে যুদ্ধ
যখন তার শেষ হবে যুদ্ধ
সেও যাবে ব্যাবসাতে   যাবে তার বাবার সঙ্গে ঠিক
যুদ্ধ চলছেই মা-ও চলছেন তিনি বুনছেন
বাবাও চলছেন তিনি তো করছেন ব্যাবসা
ছেলেটি মরল   আর তার চলল না যুদ্ধ
বাবা আর মা দুজনে যাচ্ছেন কবরে
তাঁরা ভাবছেন   এ তো স্বাভাবিক   ভাবছেন বাবা আর মা
জীবন চলছেই বুননে যুদ্ধে ব্যাবসায়.
ব্যাবসা যুদ্ধ বুনন যুদ্ধ
ব্যাবসা ব্যাবসা ব্যাবসা
কবরে মিলছে জীবন।

কনডাক্‌টর্‌

চলুন চলুন
উঠুন
চলুন চলুন
আসুন উঠুন
বড়ো যে লোকের ভিড়
লোকের ভিড়
উঠুন উঠুন
কিউ দিয়ে আছে অনেকে
এখানে-ওখানে অনেকে
পথে নেমে আছে
অনেকে
অথবা তাদের মায়ের পেটের কোণে কে
চলুন চলুন উঠুন
সবাইকে হবে বাঁচতে তো তাই
কাউকে-কাউকে মারুন
চলুন চলুন
আসুন
একটু ভাবুন
এগোন এগোন
জানেন তো থাকা যায় না এখানে
বহুক্ষণ
সবারই তো চাই পা দেবার ঠাঁই
ওরা বলেছিল ছোট্ট ট্রিপ
দুনিয়াকে ঘিরে ছোট্ট ট্রিপ
দুনিয়ার বুকে ছোট্ট ট্রিপ
ছোট্ট ট্রিপ তারপর ফুটে যান
চলুন চলুন

উঠুন উঠুন
ভব্য হোন
ধাক্কা নয়।

বোকা

মাথা দিয়ে বলে 'না'
বুক দিয়ে বলে 'হ্যাঁ'
যা-কিছু সে বাসে ভালো, তাকে বলে 'হ্যাঁ'
'না' বলে শিক্ষাগুরুকে
প্রশ্ন করলে দাঁড়ায়
এবং জটিল সমস্যা যত শোনে
হাসি পেয়ে যায় হঠাৎ
মুছে ফেলে একে একে
সংখ্যা অথবা শব্দের দঙ্গল
নানা নাম সন তারিখ
বাক্য অথবা ফাঁদ
আর তার পর শিক্ষাগুরুর বহু তর্জন সত্ত্বেও
খুদে যত সব প্রতিভাধরের হাসিঠাট্টার সামনে
নানারঙা চক দিয়ে
দুর্ভাগ্যের ব্ল্যাকবোর্ডে সে
এঁকে রাখে এক সুখের মুখচ্ছবি।

গান

আজ কী বার
যে-কোনো বার
প্রিয় আমার

জীবনজোড়া তো
প্রেম আমার

এ ওকে আমরা ভালোবাসি আর বাঁচি
বেঁচে থাকি আর এ ওকে যে ভালোবাসি
এ ছাড়া জানিনা কাকে বলে এ-জীবন
এ ছাড়া জানিনা আজ কী বিশেষ বার
এ ছাড়া জানিনা কী নাম ভালোবাসার।

হেমন্ত

পথের মাঝখানে উলটে পড়ল ঘোড়া
তার ওপর ঝরে পড়ছে পাতা
কেঁপে উঠছে আমাদের ভালোবাসা
আর সূর্য।

পল সেলান

মৃত্যুরাগিণী

সকালবেলার কয়লাকালো দুধ আমরা খেয়ে নিই সূর্যাস্তে
খেয়ে নিই দুপুরবেলায় খেয়ে নিই রাত্রে
খেয়ে নিই সব খেয়ে নিই
আমরা কবর খুঁড়ব স্বর্গলোকে ওখানে ভিড় নেই একেবারে
ঘরে আছে একজন খেলা করে সাপ নিয়ে লেখে
লিখে যায় বাড়িতে যখন ঘনায় অন্ধকার তোমার সোনালি চুল মার্গারেট
লেখে আর বাড়ি ছেড়ে যায় তারা জ্বলে শিস দিয়ে কাছে ডাকে কুকুর
শিস দিয়ে ডাকে ইহুদিদের কাছে এসো কবর খোঁড়ো মাটিতে
নাচ হবে তাই আজ মধুর বাজাও বলে আমাদের

সকালবেলার কয়লাকালো দুধ তোমায় খেয়ে নিই রাত্রে
খেয়ে নিই সকালবেলায় দুপুরবেলায় খেয়ে নিই সূর্যাস্তে
খেয়ে নিই তোমায় খেয়ে নিই
ঘরে আছে একজন খেলা করে সাপ নিয়ে লেখে
লিখে যায় বাড়িতে যখন অন্ধকার ঘনায় তোমার সোনালি চুল মার্গারেট
তোমার ধূসর চুল সুলেমিট আমরা কবর খুঁড়ব স্বর্গলোকে ওখানে ভিড় নেই
একেবারে

চিৎকার করে ওঠে খোঁড়ো আরও মাটি এই যে গান গাও বাজাও নাচ হবে
আঁকড়ে ধরে বেল্টের বন্দুক তোলে দুই চোখ ঝকঝকে নীল
আরও দ্রুত খোঁড়ো মাটি, আর তোমরা বাজাও নাচ হবে

সকালবেলার কয়লাকালো দুধ তোমায় খেয়ে নিই রাত্রে
খেয়ে নিই দুপুরবেলায় সকালবেলায় খেয়ে নিই সূর্যাস্তে
খেয়ে নিই তোমায় খেয়ে নিই
ঘরে আছে একজন তোমার সোনালি চুল মার্গারেট

তোমার ধূসর চুল সুলেমিট খেলা করে সাপ নিয়ে
চিৎকার করে ওঠে মরণ মধুর বাজো মৃত্যু এক দর্পিত জার্মান প্রভু আজ
চিৎকার করে ওঠে তামসী বাজুক বেহালায় আর তোমরা জেগে উঠবে
ধূসর ধোঁয়ার মতো আকাশে
তোমাদের কবর হবে উঁচু মেঘে ওখানে ভিড় নেই একেবারে

সকালবেলার কয়লাকালো দুধ তোমায় খেয়ে নিই রাত্রে
খেয়ে নিই দুপুরবেলায় আর মৃত্যু এক দর্পিত জার্মান প্রভু
খেয়ে নিই সকালবেলায় আর সূর্যাস্তে খেয়ে নিই তোমায় খেয়ে নিই
আর মৃত্যু এক দর্পিত জার্মান প্রভু দুই চোখ ঝকঝকে নীল
গেঁথে ফেলবে তোমায় সীসার শস্ত্র বুক ফুঁড়ে বিঁধে ফেলবে তোমায়
ঘরে আছে একজন তোমার সোনালি চুল মার্গারেট
বিশাল কুকুর ওর ছুটে আসবে আমাদের কবর দেবে আকাশে
খেলা করে সাপ নিয়ে প্রতি রাত্রে স্বপ্ন দেখে মৃত্যু এক দর্পিত জার্মান প্রভু আজ

তোমার সোনালি চুল মার্গারেট
তোমার ধূসর চুল সুলেমিট।

এইমে সেজেয়ার

স্বদেশে ফেরা (অংশ)

আমারই নাম বোর্দো নানতেস আর লিভারপুল আর নিউইয়র্ক
আর সান ফ্রানসিসকো
পৃথিবীর সমস্ত কোণে-কোণে আমারই বুড়ো আঙুলের ছাপ
আর আমার গোড়ালির চিহ্নে ভরা সমস্ত আকাশছোঁয়া বাড়ি আর
আমার জন্ম
মণিমাণিক্যের ঝলকানিতে
আমার চেয়ে বেশি গর্ব করতে পারে কে ?
ভার্জিনিয়া। টেনেসি। জর্জিয়া। আলবামা।
শূন্যে মিলিয়ে যাওয়া সব বিদ্রোহের
ভয়াবহ পচন
রক্তের গলিত জলাজমি
থমকে-যাওয়া জয়ধ্বনির পরিহাস
লাল পৃথিবী রক্ত পৃথিবী ভাই পৃথিবী !

আমারও এক ছোট্ট সেল
এই জুরায়
বরফে-বরফে আরও ঘন এই ছোটো সেলের
শাদা গরাদ
এই বরফে যেন এক
শাদা জেলার পাহারা দেয়
জেল

এই মানুষ আমার
একলা মানুষ, শাদার হাতে

বন্দী মানুষ
একলাই যে উড়িয়ে দেয় শাদা মৃত্যুর
শাদা চিৎকার
(তুর্স্যা, তুর্স্যা
লুভারতুর)
যে জাদু করে শাদা মৃত্যুর
শাদা বাজপাখি
শাদা বালির বন্ধ্যা সমুদ্রে
একলা মানুষ
জলের দিগন্তে পিঠ রেখে খাড়া দাঁড়ানো
বুড়ো নিগার
মৃত্যু পরায় এক জ্যোতির্বলয় এই মানুষের মাথায়
মৃত্যু তার মাথার উপর এক স্নিগ্ধ নক্ষত্র
মৃত্যু, ধাবিত উন্মাদ, বয়ে যায় তার বাহুর পাকা ক্ষেতে
মৃত্যু জেলের মধ্য দিয়ে ছুটন্ত শাদা ঘোড়া
মৃত্যু অন্ধকারে জলজলে বেড়ালের চোখ
মৃত্যু নগ্ন পাহাড়ের নীচে জলের হিক্কা
মৃত্যু এক আহত পাখি
মৃত্যু ক্ষয়ে যায়
মৃত্যু দুলে যায়
মৃত্যু এক ছায়াময় চারণভূমি
:ত্যু মিশিয়ে যায় এক শাদা ডোবার
নীরবতায় ।

এই মাপা প্রহরের চার দিগন্তে
কেঁপে ওঠা রাত
কঠিন মৃত্যুর ঝাঁকুনি
একগুঁয়ে ভাগ্য আর
বোবা মাটির সটান আর্তনাদে
ফেটে পড়বে না একদিন এই রক্তের গরিমা ?

পল রোবসন

আমেরিকার জন্য গান*

এই আমাদের দেশের প্রবল, এই আমাদের দেশের নবীন
এই আমাদের দেশের মহান গান এখনো হয়নি গাওয়া...
প্রতারণার ভিতর থেকে, কোলাহলের ভিতর থেকে
খুনখারাপি অত্যাচারের ভিতর থেকে
ফাঁপা কথার ভিতর থেকে, দেশোদ্ধারের ভিতর থেকে
অনিশ্চয় আর দোলাচলের ভিতর থেকে...
জাগবে আবার গান।
জাগবে আবার সেই আমাদের অভিযানের গান,
প্রিয় সুরের মতন সহজ, উপত্যকার মতন গভীর
পাহাড়চূড়ার মতন উঁচু, তাদের মতোই অমন প্রবল
বানায় যারা সেই আমাদের গান

* স্পেনের গৃহযুদ্ধকালে রচিত। রোবসন কণ্ঠে পেয়েছিলেন এই গান।

টমাস স্টার্ন্‌স এলিয়ট

দ্য ড্রাই স্যালোয়েজেস

১

দেবতার কথা আমি জানি না বিশেষ ; শুধু যেন মনে হয় এই
নদী এক সমর্থ ধূসর দেব, অনম্য, অনাব্য, ক্রোধী,
কিছুদূর সহ্য করে সব, প্রথমে তো মনে হয় সীমাপট ;
উপযোগী, কিন্তু নির্ভরতাহীন বাণিজ্যবাহিনী ;
তার পরে একমাত্র দুরূহতা জানে শুধু সেতুর নির্মাতা।
কিন্তু একবার মিটে গেলে ধূসর দেবকে ভুলে যায়
ভোলে সব জনপদবাসী—যদিও সতত অস্থিরতা
তার কাল স্থির রাখে, আক্রোশে বিনাশে ঠিক স্থির রাখে স্মৃতি
সকলে যা ভুলে যেতে চায়। অমানিত, সে অস্তুত থেকে যায়
যন্ত্রপূজারীর কাছে, তবু সে প্রতীক্ষা করে, দেখে, চেয়ে থাকে।
শিশুর ঘুমের ঘরে স্পন্দ তার জেগে ছিল ঠিক,
এপ্রিল-দুয়ারপ্রান্তে এলেন্থাস সারিতে সে ছিল
কিংবা আঙুরের ঘ্রাণে হেমন্তটেবিলে
আর ছিল সন্ধ্যাবেলা গ্যাসের আলোর বৃত্তে শীতে।

নদী আমাদেরই মধ্যে, সমুদ্র সবার চার দিকে ;
সমুদ্র ভূমিরও প্রান্ত, স্পর্শ করে যায়
গ্রানিটের শুর আর তটের উপরে দেয় ছুঁড়ে
বিচিত্র প্রাক্তন যত সৃষ্টির ইঙ্গিত :
হাঙর, কাঁকড়ার খোল, প্রকাণ্ড তিমির শিরদাঁড়া ;
অথবা নিথর জলে সবার উৎসুক চোখে
ধরা পড়ে সমুদ্রের জলজ উদ্ভিদ, প্রাণীকুল।
ছুঁড়ে দেয় আমাদের হৃত রত্নগুলি রত্নাকর

ছেঁড়া জাল, ভাঙা দাঁড়, বিধ্বস্ত বল্লম আর
ভিন্‌দেশী মৃতদের জীর্ণ বাস। সমুদ্রের বহু স্বর,
বহুল দেবতা, বহু স্বর।

বুনো গোলাপের বুকে লবণশীকর,

কুয়াশা-উথাল ঝাউশাখা।

সমুদ্রগর্জন আর

সমুদ্রশ্বসন, এসব বিচিত্র স্বর প্রায়
একত্র পুঞ্জিত শোনা যায়; দড়িদড়া টানা আর্তনাদ,
জলে-ভেঙে-পড়া ঢেউ আদরে তর্জনে অবিরাম,
দূরাগত প্রতিঘাত গ্রানিটের দাঁতে,
আর আর্ত সতর্কতা উচ্চারিত আসন্ন ভূভাগে
সবই তো সমুদ্রকণ্ঠ, আর সেই গৃহমুখে ফিরে যাওয়া
জলভাঙা আর্তনাদ, আর সেই সামুদ্রিক পাখি;
আর স্তব্ধ কুহেলির বকচাপা অবতল থেকে
ঘণ্টা গুরুগুরু
পরিমাপ করে কাল অন্তর সমুদ্রসংক্ষোভে
আমাদের কাল নয়, এ আরও প্রাচীনতর,
সমস্ত সময়যন্ত্র অতীত এ কাল, সে আরও প্রাচীনতর,
যতকাল ধরে জাগর শয়নে
উৎকণ্ঠাকাতর মহিলারা মনে মনে ভবিষ্যৎ জপে,
জট খুলে নিতে চায়, স্পষ্ট বুঝে নিতে চায়,
যা ঘটেছে ঘটবে যা ভিন্ন ভিন্ন করে তাকে জুড়ে নিতে চায়
গভীরা রজনী আর প্রত্যূষের মাঝখানে
যখন অতীত শুধু মনে হয় প্রবঞ্চনা, ভবিষ্যৎ ভবিষ্যৎহীন,
উষার প্রহরা সামনে
যখন সময় থামে আর ফুরোয় না সময় কখনো;
আর আছে সৃষ্টির প্রথম থেকে ছিল এই সমুদ্রসংক্ষোভ
ঘণ্টা বেজে ওঠে
ঝনন।

২

শব্দবিহীন আর্তনাদের কোথা অবসান,
নিঃসাড়ে ঝরা হেমন্তে শুধু ঝরে-যাওয়া ফুল
স্থির পড়ে থাকে পাপড়িগুলো শুধু গতিহীন ;
কোথা অবসান ভাসমান এই সর্বনাশের,
আর কতদিন এ-অস্থি তটে মন্ত্র-অতীত
মন্ত্র জাগাবে মহাদুর্যোগ ঘোষণায় ?

নেই অবসান, আছে শুধু যোগ : দিনের পিছন
আছে আরও দিন সময়ের পরে সময় অকূল,
হৃদয় যখন কাছে টেনে নেয় এই হৃদিহীন
জন্মযাপন, বিকীর্ণ যত ধ্বংসরাশির
স্তূপ, একদিন সবচেয়ে ছিল প্রত্যয়ধৃত—
সমস্ত কিছু অস্বীকারের সেই তো সময় ।

তার পরে আছে অন্তিম যোগ, ভাঙে খরশান
দর্প অথবা দেখি বিক্ষোভে শক্তি বিপুল
ভেঙে পড়ে যায়, বিবিক্ত রতি যেন রতিহীন
মনে হয় আজ ; ভাসমান নায়ে ছিদ্র ত্রাসের,
কী অনিবার্য ধ্বনি এসে লাগে নিথর শ্রুতিতে
ঘণ্টারণন গুরুগুরু শেষ ঘোষণায় ।

কোথায়-বা এর অবসান, এই জেলের ভাসান
বাতাসের পিছে, ওৎ পেতে আছে কুয়াশা আমূল !
এমন কাল তো ভাবতে পারি না। জলধিবিহীন
অথবা জলধি কল্পনাতীত যদি-না ধ্বসের
ক্ষয়ে ভরে বুক, অথবা এমন ভবিষ্যতি তো
ভাবাও যায় না অতীতেরই মতো দিশাহারা নয় ।

দড়িদড়া খোলে, ঘোরায় জাহাজ, যখন ঈশান
ভেঙে নামে, ওরা অবিরত জল সরায় তুমুল,
অপরিবর্ত্য ক্ষীণ তটরেখা ক্ষয়ক্ষতিহীন,
কড়ি গোনে ওরা, পাল খুলে রাখে ডকের পাশে ;
যদি-না মূল্য মিলত ওরা কি কোনো পাড়ি দিত
প্রাপ্তি যদি-না দেখা দিত সব সমীক্ষণায় !

কণ্ঠবিহীন আর্তনাদের নেই অবসান,
নেই শেষ নেই ঝরিয়ে দেবার এই ঝরা ফুল,
ব্যথা অবিরাম চলে ব্যথাহীন আর গতিহীন,
সমুদ্র ধায় ভাসমান সব সর্বনাশের
মৃত্যুর কাছে অস্থি যে তার ঈশ্বর চায় । কোনোমতে শুধু মন্ত্র-প্রতীত
মন্ত্র কী মহা আবির্ভাবের ঘোষণায় !

যতই বয়স বাড়ে, মনে হয়,
অতীতের অন্য কোনো নকশা আছে, কেবল সে পরম্পরা নয়—
এমন-কী পরিণামও নয় , শেষটি তো আংশিক বিভ্রম,
এই ভুল বেড়ে ওঠে ভাসা-ভাসা বিবর্তনবাদে,
গণমনে যার অর্থ অতীতকে অস্বীকার করা ।
আনন্দমুহূর্তগুলি—সে তো শুধু সুখে নয়,
চরিতার্থ তৃপ্তি কিংবা নিরাপত্তা অথবা হৃদ্যতা,
এমন-কী দিব্যি একটি ভোজে নয়, সে কেবল চকিত উদ্ভাসে—
অভিজ্ঞতা ছিল আমাদের কিন্তু লক্ষই করিনি অর্থ তার
অর্থের সন্ধানে গেলে অভিজ্ঞতা ফিরে আসে ভিন্নতর রূপে
আনন্দে যে অর্থ মানি তারও পরপারে । এ কথা তো আগেও বলেছি
নব-অর্থে উদ্ভাসিত সমস্ত প্রাচীন অভিজ্ঞতা
সে তো শুধু এ জন্মের অভিজ্ঞতা নয়,
জন্মের জন্মের সে যে—যদিও ভুলি না
যা-কিছু হয়তো অনির্বচনীয় ;

ইতিহাস-লেখনের নিশ্চয়তা অতিক্রম ক'রে
পিছনে পাঠানো দৃষ্টি, কাঁধের উপর দিয়ে
ছুঁড়ে দেওয়া আধো দৃষ্টি পুরোনো আদিম ভয়ংকরে।
এখন ক্রমেই বুঝি (সে কি ভুল বুঝি বলে অথবা তা নয়,
ভুল আশা ছিল বলে কিংবা ভুল ভয়,
সে প্রশ্ন ওঠে না।) বুঝি, যন্ত্রণামুহূর্তগুলি ততই শাশ্বত
যেমন শাশ্বত কাল : এ-ও আরও ভালো বোঝা যায়
নিজেকে জড়িয়ে যদি অনুভব করি অন্য সবার যন্ত্রণা,
আমাদের নিজের চেয়েও।
কেননা কর্মের স্রোতে আমাদের নিজস্ব অতীত ঢেকে যায়,
কিন্তু অপরের দাহ শুধু থেকে যায় অচিহ্নিত অভিজ্ঞতারূপে
অনুগামী শোচনাবিহীন।
ওদের বদল হয়, হাসে ওরা : যন্ত্রণা তো থেমে যায় ঠিক।
যে কাল বিনাশী সেই পালয়িতা কাল,
যেন নদী বয়ে নিয়ে চলে যায় মোরগের খাঁচা আর গাভী আর নিগ্রোদের শব,
কষায় আপেল আর আপেলে দংশন।
আর সে অশান্ত জলে রূঢ় শিলাস্তূপ,
ঢেউ তাকে ধুয়ে যায়, কুহেলি গোপন করে রাখে ;
গভীর প্রশান্ত দিনে যেন স্মৃতিচূড়া,
নাব্যদিনে সামুদ্রিক দিক-নির্দেশিকা
বলে দেয় পথ, কিন্তু দুর্যোগের দিনে
কিংবা আকস্মিক রোষে, সে ঠিক তেমনি থাকে যেমন সে চিরদিন ছিল।

৩

মাঝে মাঝে মনে হয় কৃষ্ণও কি তা-ই বলেছেন—
অন্য সব, তার মধ্যে এও এক—কিংবা একই কথা ঘুরিয়ে বলার ভিন্ন রূপ—
ভবিষ্যৎ যেন কোনো মুছে যাওয়া গান, রাজসী গোলাপ, অগুরুছটায়
তাদের সবার জন্য পরিতাপ, শোচনার জন্য যারা এখনো এখানে নেই,
না-খোলা পুঁথির কোনো হলুদ ভুলোট পাতা চাপা।

আর ঊর্ধ্বে চলে যাওয়া, তারই অর্থ নেমে যাওয়া, সামনে যাওয়াই পিছে যাওয়া।
মুখোমুখি এর দৃঢ় দাঁড়াতে পারো না, কিন্তু এ তো নিশ্চিত যে
সময় শুশ্রূষা নয় : রোগীও এখানে নেই আর।
ট্রেন ছেড়ে দেয় আর যাত্রীদল মন দেয়
খাবারে মাসিকপত্রে দলিলেদপ্তরে
(বিদায় জানাতে যারা এসেছিল ছেড়ে চলে গেছে প্লাটফর্ম)
ব্যথা থেকে সরে এসে তাদের মুখের ছবি আপাতত নিরুদ্বেগ,
শতেক ঘণ্টার ছন্দ নিদ্রালুতাভরে।
চলে যাও ভ্রাম্যমাণ! কিন্তু অতীতের পরিত্রাণে
অন্য কোনো জন্মে নয়, অন্য কোনো ভবিষ্যতে নয় ;
স্টেশন ছেড়েছে যারা তোমরা ঠিক সেই লোক নও,
অথবা গন্তব্যে কোনো পৌঁছে যাবে যারা তাও নও,
পিছনে যখন দ্রুত সরু হয়ে মিলে যায় রেললাইন দুটি ;
আর এই প্রহত ধ্বনিত দূর জাহাজে উপর-পাটাতনে
ক্রমপ্রসারিত খাত দেখে দেখে পিছনে তোমার
ভেবো না 'অতীত শেষ' অথবা ভেবো না
'ভবিষ্যৎ আমাদের সামনে পড়ে আছে।'
নেমে আসে রাত, দূরে বায়বা বিথারে আর জাহাজঘাটার আয়োজনে
ভাসে এক মন্দ্র স্বর (যদিও শ্রুতিতে নয়,
আর, কোনো ভাষাতেও নয়, সময়ের শঙ্খ গুরু গুরু)
'যাও সামনে চলে যাও যারা ভাবে তোমরা যাত্রীদল ;
যারা দেখেছিলে যেতে বন্দর পিছনে সরে যায়, অথবা যাদের
নেমে যেতে হবে, তোমরা কেউ তারা নও।
কাছের দূরের তীর, তার মাঝখান থেকে
অবসৃত সময় যখন, অতীত বা ভবিষ্যৎ
সমান বিচার কোরো মনে।
যে-মুহূর্তে ক্রিয়া নেই নিষ্ক্রিয়তা নেই
তেমন মুহূর্তে শুধু শুনতে পারো "শোনো, সত্তার যে-কোনো তলে
স্থিরলগ্ন হতে পারে মানুষের মন

মরণের কালে"—এই এক কর্ম (আর,
প্রতিটি মুহূর্ত সে তো মরণের কাল)
যা অন্য সবার জন্মে ফলপ্রসূ দেখা দেবে, আর,
কর্মের ফলের কথা ভেবো না কখনো,
সামনে চলে যাও।

যাত্রীদল, হে নাবিকদল,
তোমরা যারা এলে এ বন্দরে, যাদের শরীর
সয়ে যায় সমুদ্রের বিচার শাসন কিংবা আরও যত কিছু,
এই জেনো তোমাদের সত্য পরিণাম।'
এইমতো কৃষ্ণ : অর্জুনকে যখন তিনি উপদেশ দেন
রণাঙ্গনে।

শুভের প্রত্যাশা নয়,
শুধু, সামনে চলে যাও যাত্রীদল।

৪

প্রার্থনা করো শৈল-অন্তরীপের চৈত্যে, দেবী,
তাদের জন্য, তরণী যাদের ভাসাল এবং যারা
মীনোপজীবক, যারা
সকল বৈধী চলাচলে আছে নিবিষ্ট, আর যারা
তাদের চালনা করে।

ওদেরও পক্ষে একবার তুমি করো প্রার্থনা ফিরে
ওই নারী যারা ছেলেকে স্বামীকে ভাসিয়ে দিয়েছে জলে,
ফিরতে দেখেনি আর,
হে কন্যা তব পুত্রের, তুমি
স্বর্গে অধীশ্বরী।

তাদেরও জন্য আরবার তুমি করো প্রার্থনা, যারা
ছিল তরণীতে, যাত্রা যাদের সমাপ্ত বালুচড়ায়,

সাগরের ঠোঁট, আঁধারকণ্ঠ দেবে না যাদের ফিরে,
অথবা যাদের ছুঁতেও পারে না সমুদ্রঘণ্টার
বিরামবিহীন স্তব।

৫

মঙ্গলগ্রহের সঙ্গে যোগাযোগ, প্রেতেদের সঙ্গে আলাপন,
প্রতিবেদনের ইচ্ছা সমুদ্রদৈত্যের আচরণ,
ঠিকুজির বর্ণনা অথবা খড়ি পেতে কোষ্ঠী খুলে দেখা,
লেখা থেকে রোগের নির্ণয়, জীবনীর আহরণ
করতলগত ভাঁজ থেকে আর আঙুলগড়ন দেখে
সর্বনাশ আবিষ্কার, অমঙ্গল দূর করে দেওয়া
দেবমন্ত্র উচ্চারণে কিংবা চা-পাতায়, তাসের খেলায়
অনিবার্য ধাঁধার মোচন, শিকড় কবচ আর
বিচিত্র তুকতাক নিয়ে খেলা, দীর্ণ করে যাওয়া
আবর্তিত চিত্রগুলি প্রাক্‌চেতনার ভয়ংকরে—
জঠর কবর আর স্বপ্নরাজি উন্মোচিত করে যাওয়া ; এ সবই তো স্বাভাবিক
বিনোদন, অনুপান, সংবাদপত্রের উপাদান :
আছেও, থাকবেও,—এর মধ্যে কিছু তো অন্তত
চিরকাল থেকে যাবে, যখন বিপন্ন বিহ্বল সব দেশ—
এজ্‌ওয়ার রোড কিংবা এশিয়ার তটে।
মানুষের কৌতূহল অতীতকে ভবিষ্যকে স্পষ্ট দেখে নিতে চায়, আর
আঁকড়ে ধরে থাকে তার পীঠ। কিন্তু বুঝে নেওয়া
সময় কোথায় এসে নিঃসময়ে মেলে
সে তো শুধু সন্তদের কাজ।
কাজও ঠিক নয়, শুধু দেওয়া আর নেওয়া
সমস্ত জীবনব্যাপী সপ্রেম মরণে,
উত্তাপে, আত্মতাহীন আত্মসমর্পণে।
প্রায় তো সবার জন্য থেকে যায় শুধু
অলক্ষ্য মুহূর্ত এক, কালে কিংবা কালের অতীতে,

সূর্যের রশ্মিতে হারা বিপন্ন মূর্ছায়,
অজানা পাতার বুনো গন্ধ কিংবা শীতের বিদ্যুৎ
অথবা প্রপাত কিংবা গান
এমন প্রগাঢ় শোনা যেন-বা অশ্রুত মনে হয়,
তবু তুমিই সংগীত যতক্ষণ বিরাজে সংগীত।
এসব ইঙ্গিত, অনুমান, ইঙ্গিতের অনুগামী অনুমান।
আর বাকি সব
প্রার্থনা, পালন, চিন্তা, কর্ম ও শৃঙ্খলা।
অর্ধ-অনুমিত এ-সংকেত, অর্ধ-উপলব্ধ উপহার,
এই তো বিগ্রহ মূর্তিমান!

মিলেছে এক অসম্ভব মিলে
ভিন্নতল সত্তা এইখানে,
বিজিত হলো, সম্মিলিত হলো
ভবিষ্যৎ অতীত এইখানে,
গতির কোনো উৎস নেই যার
যা-কিছু তবু চালিত অবিরত,
কর্ম—সে তো সেই গতিরই নাম—
তাড়িত অপ্রাকৃত বলাধারে।
অতীত থেকে, ভবিষ্যৎ থেকেও
মুক্তি—এ-ই কর্ম। এই ধ্রুব
লক্ষ্য সবার পাবে না পূর্ণতা
এপারে। তবু আমরা অদমিত
কেননা শুধু সাধনা করে গেছি।
আমরা পরিতৃপ্ত থেকে যাব
যদি আমরা উজ্জীবিত রাখি
ইহকালীন উত্তরাধিকারে
(ইউ-গাছের অনেক দূরে নয়)
নিগূঢ় এই মৃত্তিকার জীবন।

ডিলান টমাস

ছিল কি এমন দিন

ছিল কি এমন দিন শিশুর সার্কাসে যত নটী
ভায়োলিনে খুলে দিত তাদের সমস্ত বিস্ময়জট ?
ছিল দিন হয়তো-বা পুঁথি নিয়ে হল্লোড় ওদের
কিন্তু কাল কৃমিকীটে ভরে দেয় পথের সদর।
মহাদিকচক্রবালে ওরা কিছু নিরাপদও নয়
সবচেয়ে নিরাপদ যা কেবল জানো না কখনো।
সবচেয়ে শুচি হাত পায় আজ যারা বাহুহারা
হৃদয়বিহীন প্রেত চিরদিন থাকে ক্ষতহীন—
যারা অন্ধ সবচেয়ে বেশি আজ চোখে দেখে তারা

শাশ্বতী

আবছা অলীক দেখা-না-দেখার
জয় তো কেবল জ্বালা,
না-বলা বাণীর পুঞ্জিত ভার
স্তব্ধ শব্দমালা।
অচরিতার্থ চকিত চাহনি
জানে না বিরামব্রত,
মুখে আছে শুধু অশ্রুপ্রবাহ
ঝরে যায় অবিরত!
নগরীর ধারে গোলাপের ঝাড়
সেও দিয়েছিল ভাষা...
আজ লোকে বলে ওরই নাম নাকি
শাশ্বত ভালোবাসা।

স্মরণ

ওরা থাক সব দক্ষিণে থাক ছুটির হাওয়ায়
নন্দনবনে আলোকগহনে ইতস্তত,
আমি আছি দূর উত্তরপারে, গহনে তার
হেমন্তে আজ মেনেছি নিবিড় সখার মতো।
সেই শেষবার দেখা-না-হবার ধন্য স্মরণ
বহিয়া এনেছি এরই মাঝখানে হেমন্তিকা—
এনেছি আমার ললাটলেখন মুছে নেবার
অতি লঘুভার অপাপবিদ্ধ শীতল শিখা।

রিয়ুচি তামুরা

তিন স্বর

দূর থেকে ভেসে আসে স্বর
অনেক দূরান্ত থেকে ভেসে আসে স্বর
যে-কোনো গুঞ্জনের চেয়ে নিচু
যে-কোনো আর্তির চেয়ে বড়ো
ইতিহাসের সাগরতল থেকে অনেক গভীর
এমডেনের ১০৮৩০ মিটারের চেয়ে আরও গভীর
শব্দের ভিতরে সাগর
হারানো সাগর ভেদ করে কেবল কবিই জানে খুঁজে নিতে
পৃথিবীর সবচেয়ে হিম হাওয়া ছিঁড়ে দিয়ে
পৃথিবীর সবচেয়ে নিপুণ নৌবহর ডুবিয়ে দিয়ে
শাসন করে আমাদের আবেগের অধিরাজকে, জনপদকে
নবীন করে তোলে আমাদের মৃত নাবিকদের, আমাদের ক্লান্তি
দূর থেকে ভেসে আসে স্বর
অনেক দূরান্ত থেকে ভেসে আসে স্বর

আ   যেহেতু
কোনো অপরাধই করতে পারি না আমরা
আমরা কেবল ভয়ের সংখ্যান   ভয়ের সংখ্যান
আমরা কেবল লালসার জ্ঞাপন   লালসার জ্ঞাপন
কোনো অপরাধই করতে পারি না আমরা
আ   যেহেতু
আমরা নই ব্যক্তি
আমরা শুধু জটলা   সঙ্ঘ
আমরা ঠিক সঙ্ঘ

চোখের জল পেরিয়ে আসে স্বর
একবিন্দু চোখের জল পেরিয়ে আসে স্বর
যে-কোনো দৈন্যের চেয়ে দীন
যে-কোনো মধুরের চেয়ে মধুর
যে-কোনো হৃদয়জ্বালার চেয়ে ভীষণ
দু-হাজার বছরের পুরোনো সেই মানুষের একলা মৃত্যুর বেদনার চেয়ে আরো বেশি
ভীষণ

শব্দের ভিতরে ভালোবাসা
হারানো ভালোবাসা ভেদ করে কেবল কবিই জানে খুঁজে নিতে
পৃথিবীর সবচেয়ে তৃষিত কণ্ঠের কাছে নির্বারিত হয়ে
ধ্বংস করে দেয় আমাদের শক্তি, আমাদের শরীর
ভ্রষ্ট করে দেয় আমাদের প্রতীতি, আমাদের চুম্বন
চোখের জল পেরিয়ে আসে স্বর
একবিন্দু চোখের জল পেরিয়ে আসে স্বর

আ যেহেতু
ভালোবাসায় ধ্বংস করতে পারি না আমরা
আমরা কেবল আবেগের আবিষ্কার   আবেগের আবিষ্কার
আমরা কেবল সংকটের ঘোষণা   সংকটের ঘোষণা
ভালোবাসায় ধ্বংস করতে পারি না আমরা
আ যেহেতু
আমরা নই একক
আমরা শুধু জটলা   সঙ্ঘ
আমরা ঠিক সঙ্ঘ

সময়ের ভিতর থেকে স্বর
ঠিক এক সময়ের ভিতর থেকে স্বর
যে-কোনো অতীতের চেয়ে তমস্বিনী ভবিষ্যৎ নিয়ে
যে-কোনো ভবিষ্যতের চেয়ে ভাস্বর অতীত নিয়ে

ঈশ্বরের করুণার চেয়ে আরও তীব্র
এমনকী গ্রীনউইচ সময় সন্ধ্যা আটটায় চুয়ো টোকিওতে ফেব্রুয়ারি মধ্যরেখা
পেরোল যে ড্রাইভার তার গাড়ির আলোর চেয়ে বহু তীব্রতর
শব্দের ভিতরে সময়
হারানো সময় থেকে কেবল কবিই জানে খুঁজে নিতে
পৃথিবীর সবচেয়ে পাণ্ডুগালে চুম্বনের পর
পৃথিবীর সবচেয়ে নির্জন দিগন্তে এক সায়ন্তনী সূর্যপতনের পর
হাত থেকে নিয়ে নেয় আমাদের শবদেহ, আমাদের একলা স্টেশন
মিথ্যে করে দিয়ে যায় আমাদের বিজ্ঞান, আমাদের রক্ত
সময়ের ভিতর থেকে স্বর
ঠিক এক সময়ের ভিতর থেকে স্বর

আ যেহেতু
মরতে পারি না আমরা
আমরা কেবল অমৃতের প্রচার   অমৃতের প্রচার
আমরা কেবল বিনাশের কৌশল   বিনাশের কৌশল
মরতে পারি না আমরা
আ যেহেতু
আমরা নই ব্যক্তি
আমরা শুধু জটলা   সঙ্ঘ
আমরা ঠিক সঙ্ঘ

এই স্বরগ্রাম শুনে
আমার মাকেই আমি জন্ম দিই
এই স্বরগ্রাম শুনে
শকুনকে খেয়ে যায় আমাদের শব
এই স্বরগ্রাম শুনে
মরণের জন্ম দেন মা

পাবলো নেরুদা

দু-চার কথা বুঝিয়ে বলা

জানতে চাইবে : কোথায় গেল লাইলাকেরা ?
আর পপিতে জড়ানো সেই তুরীয়তা ?
আর সেইসব বৃষ্টিধারা, শব্দাঘাতে
গিরিখাত আর পাখির দলকে
জাগিয়ে তুলত যারা ?

আজ তোমাদের বলব আমি ঠিক কীরকম আছি ।

দিন কেটেছে সে একসময় মাদ্রিদের
শহরতলি জুড়ে, ছিল ঘণ্টা তার
ঘড়িও ছিল, গাছগাছালি ছিল ।

সেখান থেকেই দেখতে পেতাম
কাস্তিলার শুকনো মুখচ্ছবি
সাগর যেন চামড়ায় টান-টান ।

আমার বাড়ির কথায়
লোকে বলত ফুলের বাড়ি, উৎসারিত হয়ে উঠত
জেরানিয়াম, এত
সুরম্য সেই বাড়ি,
সঙ্গে থাকত কুকুর এবং টুকিটাকি ।
রাউল, মনে কি পড়ে ?
মনে কি পড়ে, রাফায়েল ?
ফেদেরিকো, ওইখানে ওই
মাটির নীচে, মনে কি পড়ে ?

মনে পড়ে কি আমার বাড়ির অলিন্দে জুন
ডুবিয়ে দিত ফুলের ঝলক তোমার বুকে ?
ভাই, ভাই আমার।

সমস্ত স্বর
ছিল উদার, হাটবাজারের স্বন,
চকমকানো রুটির সমারোহ
আর্গুয়েসের শহরতলির দোকানঘর, ধূসর স্ট্যাচু
দোয়াতদান দেখায় যেমন জেল্লা-দেওয়া সামুদ্রিক মাছের পাশে
চামচভরা তেলের সাঁতার
পথে পথে উপচেপড়া পায়ের কিংবা আঙুলগুলির
উদ্দাম ভিড়,
মিটার লিটার—বেঁচে থাকায় এই সমস্ত
লুব্ধ সারাৎসার,
দোকান জুড়ে লট্‌কে-রাখা মাছ
শীতের রোদে ছাতের বুনোন
রশ্মিফলার ইতস্তত,
আলুগুলির উদ্দীপিত নিখুঁত শাদা,
সাগরজলে টম্যাটো বারবার।

তারপর এক সকালবেলায় সমস্তটাই ঝলসে গেল :
সকালবেলায়
মাটির থেকে বেরিয়ে এল বহ্ন্যুৎসব আর
গিলে ফেলল সব,
তখন থেকে আগুন কেবল,
বারুদ কেবল তখন থেকে,
তখন থেকে রক্ত কেবল।

আকাশপথে ডাকাত, ম্যুর

মোহরদেওয়া আংটি হাতে লুঠেরাদল, রানীসাহেব
কালো ভিক্ষু দস্যুদল ক্রুশের চিহ্ন আঁকা

মেষের থেকে বেরিয়ে এল জবাই করতে যাদের কোনো দোষ ছিল না
শিশুর রক্ত ছড়িয়ে পড়ল পথে পথে
স্বচ্ছ ধারায়, শিশুদেরই ধরণ যেমন।

শেয়ালদেরও ঘেন্না করে শেয়াল,
কাঁটাঝোপের তেষ্টা থেকে ফিরিয়েদেওয়া পাথুরে থুৎকার
সাপের শত্রু সাপ !

তোমায় দেখে এখন আমি দেখতে পাই
তোমায় বয়ে নেবার জন্যে ছুরি এবং অমান্যতার
স্রোতের বেগে স্পেন
জাগিয়ে তুলছে রক্ত তার !
সেনাপতির দল
দলত্যাগীর দল :
আমার বাড়ির ধ্বংস দেখো চেয়ে
চেয়ে দেখো স্পেনের সর্বনাশ :
মৃত বাড়ির মধ্য থেকে ফুল নয় আর
ঝলসে ওঠে ধাতুর কণা,
চেয়ে দেখো স্পেনের সব পরিখামূল থেকে
জেগে উঠছে স্পেন
শিশুর নিধন থেকে জাগছে বন্দুকের নল
অপমানের থেকে জাগছে বুলেট
যা একদিন বিঁধবে গিয়ে তোমাদের ওই
বুকের ভিতর ।

যে দেশ তাকে বইল তার প্রকাণ্ড সব অগ্নিগিরির কথা
নেই কেন যে তার কবিতায় জানবে কি কখনো ?

এসো দেখো রক্তধারা পথে পথে
এসো দেখো
রক্তধারা পথে পথে
এসো দেখো রক্তধারা
পথে পথে ।

কেমন ছিল স্পেন

প্রখর টানটান ছিল স্পেন, দিনগুলি
ঢাকের চামড়ায় বাঁটা ধ্বনিময় ছায়া,
ঈগলের বাসা ছিল ছড়ানো প্রান্তর, আর
হাওয়ার চাবুকতলে নীরবতা ।

কীভাবে চোখের জলে, কীভাবে সমস্ত মন দিয়ে
ধরেছি তোমার দৃঢ় মাটি, ফেলেদেওয়া রুটি
তোমার মানুষজন, আমার গভীরতম প্রাণে
তোমার গাঁয়ের ফুল কীভাবে আমারই জন্য বেঁচে থাকে
সময়ের ভিতরে নিথর, আজ নেই
চন্দ্রতলে যুগতলে প্রসারিত
তোমার ঊষর ভূমি
সংকীর্ণ করেছে তাকে কোনো এক অবোধ দেবতা ।

তোমারই নিজের হাতে গড়া তোমার সজীব
নির্জনতা, বিবেচনাময়
পাথরের সীমারেখা অমূর্ত নীরব,

তোমার মধুর আঙুরেরা, তোমার কথার
আঙুরেরা, তোমার সুতীব্র আর
সুকুমার তোমার আঙুর।

সৌর এ পাথর, পৃথিবীর প্রান্তরে এসেছে
অনাবিল, সেই স্পেনে
রক্ত আর তেজ দিয়ে টানা দাগ, নীল আর জয়ী
পাপড়ি আর বুলেটের শ্রমীদল, দ্বিতীয়বিহীন
প্রগাঢ়, আচ্ছন্ন, সঞ্জীবিত।

জুসেপ্পে উনগারেত্তি

পাহারা

সারারাত জুড়ে
ছড়িয়ে রয়েছে পাশে
নিহত বন্ধুর শব
মুখ তার
পূর্ণিমা চাঁদের দিকে
জেগে আছে বিকৃতিতে
আর তার
হাতের বিক্ষেপ
ছুঁয়েছে আমার
নীরবতা
আর আমি তার পাশে
লিখে যাই
প্রেমভরা চিঠি

কখনো পাইনি যেন
আগে
এতখানি জীবনের যোগ

নির্জনতা

অথচ আমার আর্তনাদ
বাজবিদ্যুতের মতো
আকাশের
মিহিন ঘন্টিকে
সজোরে কাঁপায়

ভেঙে পড়ে তারা
ভয়াতুর

যন্ত্রণা

ভরত পাখির মতো তৃষ্ণা নিয়ে মরে যাওয়া
মরীচিকাঘোরে

কিংবা তিতিরের মতো
সাগর পেরিয়ে এসে
প্রথম ঝোপের মধ্যে মরে যাওয়া
কেননা ওড়ার আর
ইচ্ছে নেই কোনো

অন্ধ মুনিয়ার মতো বিলাপের ভারে
বেঁচে থাকা কখনোই নয়

শান্তি

পেকেছে আঙুর, চষা হয়ে গেছে খেত
পাহাড় এসেছে মেঘ থেকে দূরে সরে ।
গ্রীষ্মদিনের ধুলোভরা আয়নায়
ছায়ারা পড়েছে এসে ।

অনিশ্চিত এ আঙুলের মাঝখানে
আলো তার এত ভাস্বর আর
সুদূর ।

সোয়ালো পাখির সঙ্গে পালায়
অন্তিম কর্ষণ ।

দূরে

দূর থেকে দূরে তারা
অন্ধের মতো আমায়
হাত ধরে নিয়ে যায়

আন্তোনিও মাচাদো

কবিতা

ছোট্ট সবুজ বাগান
ঝল্‌মলে গোল পার্ক
শেওলাসবুজ ঝর্নাতলায়
স্বপ্নে ভাসে জল,
বোবাজলের ছল্‌ছলানি
পিছ্‌লে পড়ে শিলায় ।
জীর্ণ-ঝরায় পাতার
সবুজ তো প্রায় কালো,
মাধরজনীর বাতাস
ঝরিয়ে দিল ফুল,
উড়িয়ে দিল সঙ্গে কিছু
শুকনো হলুদ ঝরা—
ধুলোর সঙ্গে খেলবে, ধূসর
এই ধরণীর ধুলো !
ও মেয়ে সুন্দরী—
কলসখানি ভরতে এলি
কাকচক্ষু জলে,
হঠাৎ আমায় দেখতে পেলে
তুলিস না তুই হাত,
অলকগুচ্ছ, চূর্ণ অলক
ঠিক করে নিস না,
স্ফটিক জলে তাকাস নে তুই
আত্মগরবিনী !
দৃষ্টি মেলে রাখিস কেবল
সুন্দরী সন্ধ্যায়—
অমনি যখন স্বচ্ছ জলে
কলস ভরে যায় ।

হুয়ান রামোন হিমেনেথ

স্ফুলিঙ্গ

১

ডানা আর শিকড়—শিকড়ের ডানা হোক, ডানার শিকড়

২

সুন্দরের সঙ্গ যদি চাও জীবনে মরণে তুমি একা।

৩

যা-কিছু করেছি তার পরিতাপ আমার সকলসেরা কাজ।

৪

ধাবমান, মাতালতা, লাবণ্য, মহিমা...কবিতা আমার!

৫

জোর করে ফোটানো হা ফুল!

৬

শাদা পাতা নষ্ট ছাড়া একদিনও বেঁচে থাকা নয়।

৭

যত নিয়ে যাবে তত ফিরে পাবে নীরবের হাতে।

৮

জরা নেই পৃথিবীর, শতকে শতকে পুনর্ণবা।